জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৪৬ • ২২ অক্টোবর, ২০২৫ • ৪ কার্তিক ১৪৩২ • বুধবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 146 • JAGO BANGLA • WEDNESDAY • 22 OCTOBER, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

অভিনব প্রতিবাদ

দীপাবলিতে বোনাস পাননি! কেন বোনাস দেওয়া হবে না, প্রতিবাদে যোগীরাজ্যের ফতেহাবাদ টোল প্লাজা খুলে দেন কর্মীরা। হাজার হাজার গাড়ি বিনা টোল ফি-তে পেরিয়ে যায় রাস্তা

ফের বৃষ্টি

শীতের আশায় দিন গুনছে মানুষ। তার মধ্যেই সাগরে ফের তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ। এর জেরে শুক্রবার থেকে দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার বৃষ্টি আরও বাড়বে

খুলে গেল জলদাপাড়ার হলং রুট, চালু জিপসি সাফারিও

রাষ্ট্রপতি ভবন পরিসরে আগুন নিয়ন্ত্রণে, আতঙ্ক রাইসিনায়

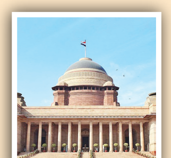

মঙ্গলেও মাতৃশক্তির আরাধনায় মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : কালীপুজোর পরদিনও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পুজোর আমেজ। মঙ্গলবার তাঁর বাড়ির কালীপুজোর দধিকর্মা-সহ একাধিক উপাচার পালিত হয়। পুরোহিত বসেন মাতৃ আরাধনায়। এদিনও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা গেল সেই পুজোর তদারকিতে। এদিনও সন্ধ্যায় আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী নিজে তাঁর হাতে দধিকর্মা তুলে দেন। পুরোহিত যখন পুজো করছেন, ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে পুজোর কাজে অংশ নেন তিনি। পুজো চলাকালীন সেখানে এসে পৌঁছন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেনেরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজোর ব্যস্ততার মধ্যেই তাঁদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সারেন। তারপর পরম্পরা ও ঐতিহ্য মেনে দধিকর্মা-সহ একাধিক উপাচারের পুজো সাঙ্গ হয়। এদিনও বেশ কয়েকজন অভ্যাগত আসেন। বাড়ির বাইরে এদিনও ছিল সাধারণ মানুষের ভিড়। তাঁদেরও যথাসাধ্য আপ্যায়ন করা হয়। উল্লেখ্য, ৪৮ বছর ধরে চলছে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পুজো। এই পুজো শুরু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর মা। এক বছর বাদেই শুরু হবে ৫০ বছর পূর্তির প্রস্তুতি। বাড়ির পুজোর ব্যস্ততার মধ্যেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের খবরাখবর রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাড়ির কালীপুজো। অভিষেকের হাতে দধিকর্মা তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়।

দমকলের আধুনিকীকরণে মাস্টারপ্ল্যান

অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার আদলে 'গ্রিন করিডর' চালুর প্রস্তাবও চূড়ান্ত

প্রতিবেদন : রাজ্যের দমকল দফতর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও কার্যকর করতে এক সবঙ্গীন মাস্টার প্ল্যান হাতে নিয়েছে। সাম্প্রতিক কালে রাজ্যে একাধিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণহানির পর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছনো এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় কার্যকর অগ্নিনির্বাপণই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ইঞ্জিন দ্রুত যাতে পৌঁছতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার আদলে 'গ্রিন করিডর' চালুর প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়েছে। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট নম্বর চালু করে পুলিশের ধাঁচে একটি 'ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম' স্থাপন করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। ওই কন্ট্রোল রুম থেকে রাজ্যের যে কোনও অংশে জরুরি ভিত্তিতে নির্দেশ পাঠানো সম্ভব হবে।

প্রযুক্তি-নির্ভর এই মাস্টার প্ল্যানের ড্রোন ব্যবহারের ভাবনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিশেষত ঘিঞ্জি ও সরু গলির এলাকায় যেখানে বড় গাড়ি ঢোকানো কঠিন, সেখানে ড্রোনের মাধ্যমে আগুনের উৎস চিহ্নিত করা, উদ্ধারকাজে সহায়তা করা এবং পাইপ সংযুক্ত (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

একা

শীতকাতুরে, নিশি দুপুরে
কুয়াশায় ঢাকা শীত চাদরে
দাঁড়িয়ে আছে জোছনা মেলে
পাহারায় একমাত্র একটি তারা
যেন সে ক্যাসাবিয়াঙ্কা।

অন্য কারও নেইকো দেখা
মেঘ-কম্বলে কি তারা শীতে ঢাকা?
উত্তরবঙ্গের কনকনে ঠান্ডায়
পাহাড়ি বাতাসে উন্মুক্ত হাওয়ায়
চা বাগানের চায়ের পাতার ডগায়
ডগমগ করছে পাহাড়ি শীত।

নাগরাকাটার শীত নগরে
চলেছি আমরা রাস্তা ধরে
শীতের কম্পনে
শরীরে ফুটছে শীতের কাঁটা
জায়গাটির নাম নগরাকাটা।

দু'পাশে রয়েছে সবুজ চাদর
মনে হচ্ছে, বাংলা মা যেন করছে আদর।
মাতৃমন্দিরের মঙ্গল অঙ্গনে
বানারহাটায় জন-জাগরণে
শীত সুন্দরীর কম্পনে-কাঁপনে
শিহরিত হলাম হৃদয় কঙ্কণে।

আবার তাকালাম চাঁদের দিকে
ভাবলাম তাকাবো ধ্রুবতারার দিকে
পেলাম না তার দেখা।
শুধু দাঁড়িয়ে আছে
একাই একশো চাঁদের পাহারাদার
এক নির্ভীক সৈনিক একা ক্যাসাবিয়াঙ্কা
একটি মাত্র তারা।।

৬৫০ কোটি বরাদ্দ

রাজ্য জুড়ে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য নগরোন্নয়ন খাতে ৬৫০ কোটি বরাদ্দ করল রাজ্য। নিকাশি, রাস্তা মেরামত, দূষণ নিয়ন্ত্রণ-সহ একাধিক কাজের জন্য এই বরাদ্দ। এছাড়াও শহরে সবুজায়ন বাড়াতে পার্ক তৈরি ও পুরনো পার্ক সংস্কার হবে।

হেল্পডেস্ক, কল সেন্টার

রেশন পরিষেবা ও ধান বিক্রি সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিতে খাদ্য দফতর হেল্পডেস্ক-সহ কল সেন্টার চালু করতে চলেছে। এর ফলে কৃষকরা সরাসরি খাদ্য দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।

নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পূজার্চনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

বড়মার মন্দিরে পুজো অভিষেকের

প্রতিবেদন : বাংলার মানুষের কল্যাণে নৈহাটিতে বড়মার মন্দিরে পুজো দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও স্থানীয় বিধায়ক সনৎ দে-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বকে পাশে নিয়ে অঞ্জলি-সহ প্রদীপ দিয়ে আরতিও করলেন। পরে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'ধর্ম যার যার বড়মা সবার'। কালীপুজোর এই শুভক্ষণে, আজ নৈহাটির শ্রীশ্রী বড়মার পবিত্র স্থানে উপস্থিত ছিলাম। আমি অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা দিয়ে বড়মাকে পুজো নিবেদন করলাম। তাঁর আশ্চর্য অলৌকিক শক্তি সমগ্র বাংলা তথা দেশের সাধারণ মানুষকে সংকট পরিস্থিতি এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত করে। সকল ধর্মের মানুষের প্রতি মায়ের করুণা, আশীর্বাদ সদা বিরাজমান। আদ্যাশক্তি মায়ের আগমনে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বাংলার নগর থেকে গ্রামাঞ্চল। মায়ের পুণ্যাশিসে বঙ্গবাসীর জীবনে সঞ্চারিত হোক নতুন আশার আলো। প্রদীপের আলোয় অন্ধকার বিলীন হয়ে, উদ্ভাসিত হোক বাংলার সকল মানুষের হৃদয়। রাজ্য তথা দেশের সকল মানুষের শুভকামনার লক্ষ্যে, শ্রীশ্রী বড়মার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে— সকল দ্বেষ-গ্লানি, অপশক্তি থেকে মুক্ত হোক এই বাংলার পুণ্যভূমি। উৎসবের মুহূর্তগুলো সকলের সুন্দর কাটুক। (এরপর ১০ পাতায়)

২
২২ অক্টোবর ২০২৫
বুধবার

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

22 October, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৫৪
জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪)

প্রয়াণদিবস। চিত্র রূপময় বাংলার এই কবি বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে ভাস্বর। তাঁর লেখা 'বনলতা সেন' আধুনিক কালের অন্যতম সেরা কাব্যগ্রন্থ। অন্যান্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'ঝরা পালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'সাতটি তারার তিমির', 'রূপসী বাংলা' ইত্যাদি। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন সেখানেই ট্রাম-দুর্ঘটনার দু'দিন আগে হন্তদন্ত হয়ে এসে জীবনানন্দ জানতে চেয়েছিলেন, সকলে ঠিক আছেন কি না। কারণ, রাস্তায় কার কাছ থেকে যেন শুনেছেন, পরিবারের কারও ট্রাম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সকলে ঠিক আছেন শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তার পর সেদিন! ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর। আগের দিনই রেডিয়োয় 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতাটি পাঠ করেছিলেন। তা নিয়ে সেদিন সকালে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। তার পর প্রতিদিনের মতো ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি থেকে বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই হাঁটা যে তাঁর অভ্যেস। ওপার বাংলায় বাল্যকালের সেই স্টিমারের জেটি। কিছুটা দূরে ঝাউয়ের সারি। লিচু, অজস্র ফল-ফল সমারোহে বিশাল কম্পাউন্ড নিয়ে ব্রাউন সাহেবের কুঠি। সেসব পার হয়ে ব্রাহ্মসমাজ সার্কিট হাউসের গির্জা, তা ছাড়িয়ে গেলে শ্মশানভূমি, লাশকাটা ঘর। সেসব পথ হাঁটতে হাঁটতে আকাশে মেঘ দেখে বালক জীবনানন্দ ভাইকে বলতেন, তিনি একটা মনপবনের নৌকা তৈরি করবেন। সেদিনও কি জীবনানন্দ আকাশে মেঘ দেখে মনপবনের নৌকার কথা ভাবছিলেন? না হলে কেন ট্রামের অবিরাম ঘণ্টা বাজানোর আওয়াজ, ট্রাম চালকের চিৎকার শুনতে পাবেন না তিনি! ট্রামের ধাক্কায় গুরুতর জখম জীবনানন্দকে রাস্তা থেকে তুলে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিলেন অপরিচিতরা। সেখানেই আট দিনের লড়াই। মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ উক্তি ছিল— "ধূসর পাণ্ডুলিপির রং সারাটা আকাশ জুড়ে।"

১৯৫১
অনীশ দেব

(১৯৫১-২০২১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। গোয়েন্দা, ভূত, কল্পবিজ্ঞান সম্পর্কিত লেখার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সাহিত্যের জন্য পেয়েছিলেন একাধিক পুরস্কার। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিদ্যাসাগর পুরস্কার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছেন অধ্যাপনার কাজও। ১৯৬৮ সাল থেকে লেখক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'ঘাসের শিষ নেই', 'সাপের চোখ', 'তীরবিদ্ধ', 'জীবন যখন ফুরিয়ে যায়' প্রভৃতি।

২০০৫
অজিতকুমার ঘোষ

(১৯১৯-২০০৫) এদিন মারা যান। বিশিষ্ট নাট্য গবেষক ও সমালোচক। যশোহরে মাইকেল মধুসূদন কলেজ, কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দীনবন্ধু পুরস্কার ইত্যাদি। রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাংলা নাটকের ইতিহাস'।

১৯০০
আসফাকউল্লা খান

(১৯০০-১৯২৭) এদিন উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বীর যোদ্ধা। তিনি রামপ্রসাদ বিসমিলের সঙ্গে শহিদ হয়েছিলেন। কাকোরি ট্রেন ডাকাতির মামলায় তাঁদের ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার।

২০০২
বিনয় মুখোপাধ্যায়

(১৯০৮-২০০২) এদিন প্রয়াত হন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রশাসনিক। 'যাযাবর' ছদ্মনামে লেখা 'দৃষ্টিপাত' গ্রন্থটি বাঙালি পাঠক মহলে আলোড়ন তুলেছিল। তাঁর লেখা 'পুষ্পপুট' ফুল সাজানোর বিষয়ে বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যাসাগর পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৬৪ জাঁ পল সাত্র

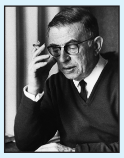

ফরাসি দার্শনিক ও লেখক জাঁ পল সাত্রেকে এদিন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। তিনিই অবশ্য প্রথম ব্যক্তি যিনি এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

২০০৮ চন্দ্রযান ১

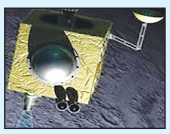

ভারতের প্রথম চাঁদে প্রেরিত মহাকাশযান। চন্দ্রযান ১ এদিন উৎক্ষেপিত হয়। চাঁদের পরিমণ্ডলে জলের সন্ধান পায় এই যান।

কর্মসূচি

■ শ্রীরামপুর থানার উদ্যোগে ৭ নং ওয়ার্ডের রায়ঘাটে নেশা মুক্তি কেন্দ্র গড়ে তোলার সভা হল। ছিলেন শ্রীরামপুরের পুর পারিষদ সন্তোষ সিং-সহ থানার আধিকারিকেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৩৩

১	■	■	২		৩		৪
৫				■		■	
	■	■	৬			■	
৭		৮		■		■	■
■	■		■	৯			১০
১১	■	১২			■	■	
	■		■	১৩			
১৪					■	■	

পাশাপাশি : ২. পকেটে পয়সাকড়ি না থাকা ৫. উদারচেতা, মহান ৬. জন্তুজাত ৭. উদারচেতা, সম্যক আদর ৯. কাপুরুষ ১২. অভিনয়যোগ্য রচনা ১৩. সরঞ্জাম ১৪. নানাবিধ কাজ।

উপর-নিচ : ১. স্বর্ণ, সোনা ২. চটিজুতো ৩. (আল.) উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ৪. বিষাক্ত বাণ ৮. যে ব্যক্তি বিচারকের হুকুম অন্যের ওপর খাটায় ৯. সাজসজ্জা ১০. হুজুর, মালিক ১১. স্ট্রিট ফুডের অন্যতম এক খাবার।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৩২ : পাশাপাশি : ১. অস্বাদু ৩. জমায়েত ৫. সমাধিমন্দির ৭. বরং ৮. মধ্যগ ১০. নগদবিদায় ১২. শরজাল ১৩. ষট্‌ক। **উপর-নিচ :** ১. অবয়ব ২. দুঃসংবাদ ৩. জলধি ৪. তস্কর ৬. মনোময়কোষ ৯. গজানীক ১০. নরেশ ১১. বিকল।

নজরকাড়া ইনস্টা

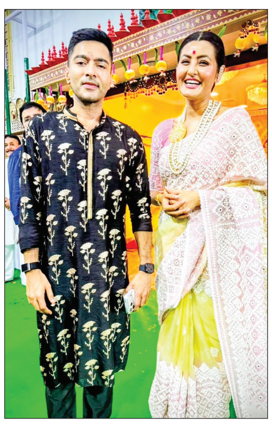
■ অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

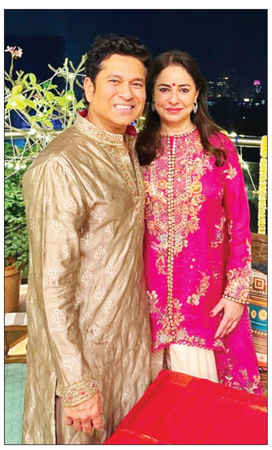
■ শচীন তেন্ডুলকার

■ আলিয়া ভাট

■ ইয়ামি গৌতম

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পুজোর দ্বিতীয় দিন ■ নানা মুহূর্ত লেন্সবন্দি

নগরোন্নয়নে ৬৫০ কোটির প্রকল্প-পরিকল্পনা রাজ্যের

প্রতিবেদন : রাজ্য জুড়ে নগরোন্নয়ন খাতে প্রায় সাড়ে ৬০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। ওই প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। যা থেকে শহরাঞ্চলের প্রতিটি পরিবারে পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা আরও প্রসারিত হবে। পাশাপাশি, নিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, রাস্তা মেরামত, ড্রেন সংস্কার এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শহরাঞ্চলে সবুজায়ন বাড়াতে নতুন পার্ক গড়ে তোলা ও পুরনো পার্কগুলির সংস্কারের কাজও শুরু হবে এই প্রকল্পের অর্থে।

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ইতিমধ্যেই অর্থ বরাদ্দের নির্দেশপত্র পেয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই নতুন বরাদ্দের অর্থ কাজে লাগানো হবে। রাজ্য সরকারের দাবি, কেন্দ্রের অম্রুত প্রকল্পে বরাদ্দ যৎসামান্য হলেও রাজ্য নিজস্ব তহবিল থেকে অতিরিক্ত অর্থ জুগিয়ে চলেছে। ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার পুরসভার জন্য কেন্দ্র দেয় মোট প্রকল্প ব্যয়ের মাত্র ২৫ শতাংশ, ১০ লক্ষের কম জনসংখ্যা হলে ৩৩ শতাংশ, আর এক লক্ষের নীচে হলে ৫০ শতাংশ অর্থ। ফলে অধিকাংশ খরচ বহন করতে হয় রাজ্যকেই। তবু নগরোন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের ধারাবাহিক সাফল্য ও উদ্যোগের প্রশংসা করেছে কেন্দ্রও। সেই কারণেই সম্প্রতি অম্রুত প্রকল্পে অতিরিক্ত ২৫০ কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ করেছে নয়াদিল্লি। রাজ্য সরকারের হিসাব অনুযায়ী, কেন্দ্রের এই অর্থের সঙ্গে মিলিয়ে মোট প্রায় সাড়ে ৬০০ কোটি টাকার প্রকল্প কার্যকর হলে রাজ্যের নগর পরিকাঠামোয় নতুন গতি আসবে, আর নাগরিক পরিষেবা হবে আরও উন্নত ও সহজলভ্য।

কালীপুজোর রাতে পুলিশের জালে ৬৪০

উদ্ধার ৮৫১ কেজি নিষিদ্ধ বাজি

প্রতিবেদন : সোমবার কালীপুজোর রাতে আলোর উৎসবে মেতেছিল কলকাতার মানুষ। কালীপুজো ও দীপাবলির এই মরশুমে শব্দবাজি ফাটানোর বিষয়ে আগে থেকেই কলকাতা পুলিশের তরফে একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। সঙ্গে এ-ও বলা হয়েছিল, নিয়ম ভাঙলে কড়া ব্যবস্থা নেবে পুলিশ! তা সত্ত্বেও কালীপুজোয় রাতভর শহরে দেদার শব্দবাজি ফাটল। আর নিয়ম ভেঙে পুলিশের হাতে গ্রেফতারও হলেন শতাধিক। পুলিশ সূত্রে খবর, একরাতে শহর কলকাতায় নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ৬৪০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট ৮৫১ কেজি নিষিদ্ধ বাজিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। একরাতেই বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় ৭০ লিটার চোরাই মদ।

এদিকে, দেদার বাজি ফাটানোর পরও বাতাসের গুণগত মানের দিক থেকে কলকাতার বাতাস টেক্কা দিল অন্যান্য মেট্রো-শহরগুলিকে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য বলছে, মঙ্গলবার সকাল ৯টা পর্যন্ত কলকাতার অধিকাংশ জায়গায় বাতাসের গুণমান 'সহনীয়'। শুধুমাত্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংলগ্ন এলাকায় বাতাসের একিউআই ২৩৯, যা গুণগত মানের দিক থেকে 'খারাপ'। অন্যদিকে, রাজধানী দিল্লির বাতাসে বিষের পরিমাণ মাত্রা ছাড়িয়েছে। কালীপুজোর রাতে আতশবাজির তাণ্ডবে দিল্লিতে বাতাসের গুণগত মান সার্বিকভাবে ৩০০ ছাড়িয়েছে। মঙ্গলবার সকালে রেড রোডে পুলিশ স্মৃতিসৌধে 'শহিদ স্মৃতি দিবস' পালন অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কমিশনার মনোজ ভার্মা বলেন, গতবছরের তুলনায় এবার কলকাতায় শব্দ ও বায়ুদূষণ দুটোই অনেক কম। দেশের অন্য বড় শহরগুলির তুলনাতেও কলকাতার দূষণ অনেক কম। বিকেল ৬টা পর্যন্ত দূষণের মাত্রা নিয়মিতভাবে দেখা হয়েছে। শহরের শব্দও ৯০ ডেসিবলের মধ্যেই ছিল। রাত ১০টা বা ১২টার রিপোর্ট দেখলে বোঝা যাবে, পরিস্থিতি মোটের উপর ভাল ছিল।

এদিকে, সোমবার রাত ১২টা পর্যন্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে ৪১টি অভিযোগ জমা পড়েছে। শব্দবাজি ফাটানোর অভিযোগে ১৮৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও, আচরণবিধিভঙ্গের অভিযোগে ধৃত মোট ৪৫১। জুয়া খেলতে গিয়ে ধরা পড়েছেন ৬ জন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

22 October, 2025 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাঃ লোকপাল

যাদের হাতে দুর্নীতি দমনের ভার তারাই এমন কাজ করল যে, তাদেরই প্রশ্নের মুখে পড়তে হল। ভারতের আসল চিত্রটা ধরা পড়ে যায় এই ঘটনায়। দুর্নীতি-দমনের জন্য তৈরি হয়েছে লোকপাল। দেশের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তারা যা করল, তা জানার পর চক্ষুচড়কগাছ সকলের। কী করেছেন লোকপালের সদস্যরা? গত ১৬ অক্টোবর পাবলিক টেন্ডার ডেকে সদস্যদের ব্যবহারের জন্য ৭টি বিএমডব্লিউ ৩৩০লি (লং হুইল বেস) বিলাসবহুল গাড়ি কেনার বরাত দিয়েছে। আর তা জানাজানি হতেই সদস্যদের নৈতিক দায় এবং দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গাড়িগুলির এক-একটির মূল্য ৬০ লক্ষ টাকার বেশি। অর্থাৎ সরকারি কোষাগার থেকে ৫ কোটি টাকা খরচ হবে শুধু লোকপালের সদস্যদের যাতায়াতের জন্য! একজন চেয়ারম্যান এবং ৬ জন সদস্য। চেয়ারম্যান সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি। যে সংস্থার দায়িত্ব হল, সরকারি আয় ও ব্যয়ের উপর নজরদারি রাখা তারা নিজেদের যাতায়াতের জন্য এমন বিলাসবহুল গাড়ি কী করে ব্যবহার করেন সেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। লোকপাল-কর্তারা ব্যাপক চাপে পড়ে গিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি, গাড়ি নাকি প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াতে এবং তদন্তকারী দলের গতিশীলতা বাড়াতে অপরিহার্য। এটা নাকি বিলাসিতা নয়। আসলে এটাই হচ্ছে মোদি সরকারের আসল চেহারা। সরকারের তরফে একটি শব্দও উচ্চারণ করা হয়নি। আসলে লোকপাল চড়ে বিএমডব্লিউ আর দেশের প্রধানমন্ত্রী চাপেন পৃথিবীর সবচেয়ে দামি এবং সুরক্ষিত গাড়ি। এটাই দস্তুর। এঁরা আর যাই হোক দুর্নীতি দমন নয়, দুর্নীতির সঙ্গে যে সহাবস্থান করতে এসেছেন তা হলফ করে বলা যায়।

e-mail থেকে চিঠি

আগে দিল্লি সামলা পরে দেখবি বাংলা

■ সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন আর সরকারি আশ্বাস সত্ত্বেও দিল্লির পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হল না। দীপাবলির পরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার সকালে ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকল রাজধানীর আকাশ। এদিন সকাল ৮টায় রাজধানীর এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই ছিল ৩৫০। রবিবার রাত থেকেই কার্যত সরকারি 'মদতে' রাজধানীতে শুরু হয়েছিল সীমাহীন বাজির উৎসব। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের একটি বড় অংশের আশঙ্কা ছিল, দীপাবলির রাতে ভয়াবহ হবে দূষণ পরিস্থিতি। সেই আশঙ্কাও সত্যি হয়েছে। যার রেশ থেকে গিয়েছে পরের দিন। সকাল থেকেই দিল্লি এবং সংলগ্ন এনসিআর ঢেকে গেল ধোঁয়াশার চাদরে। বাতাসের মানের উপরে নজরদারি চালানোর জন্য শহরের ৩৮টি দূষণ মনিটরিং স্টেশন খোলা হয়েছিল। তার মধ্যে ৩৬টি স্থানের দূষণের মাত্রা লাল সীমারেখা অতিক্রম করে গিয়েছে। আর চারটি স্থানের বাতাস 'খুব খারাপ' বলে জানিয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, দিল্লির বর্তমান সরকার শাসন কেমন চালাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, পরিবেশ ও মানুষের জীবন নিয়ে এদের কোনও মাথাব্যথা নেই। ক্ষমতায় এলেই দূষণ কমিয়ে দেব। দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এহেন ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। যদিও বর্ষা মোকাবিলার মতোই বিজেপির এই 'জুমলা'ও মুখ থুবড়ে পড়ল। সুপ্রিম কোর্ট শর্তসাপেক্ষে দিল্লিতে পরিবেশবান্ধব আতশবাজি (গ্রিন ক্র্যাকার্স) ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু কীভাবে এই পরিবেশবান্ধব আতশবাজি চিহ্নিত করবেন সাধারণ মানুষ, তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিল্লি সরকারের কাছে ছিল না। সুতরাং যা হওয়ার সেটাই হয়েছে।

— সঙ্গীতা মুখোপাধ্যায়,
চিনার পার্ক, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

'তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না করে শুধু মিছে কোলাহল'

২১ অক্টোবর, ১৯৪৩-এ আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন নেতাজি। এটি দেশের প্রথম স্বদেশি সরকার। অথচ সেকথা প্রায় অনুল্লেখিত আমাদের ইতিহাস বইগুলোয়। কেন? লিখছেন **দেবু পণ্ডিত**

খুব কম লোকই তাঁকে অবিভক্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চেনেন। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য হল এটাই যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু অবিভক্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

স্বাধীনতার জন্য নেতাজির অবদান সম্পর্কে জানা উচিত প্রতিটি ভারতীয়র।

অধিকাংশ ভারতীয় নেতাজিকে একজন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বোচ্চ কমান্ডার এবং একজন বিপ্লবী হিসেবে চেনেন। এখন তাঁরা ভাবতেই পারেন না যে নেতাজি সম্পর্কে আরও কী কী জানা বাকি রয়েছে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু খুব কম মানুষই তাঁকে অবিভক্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চেনেন।

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন নেতাজি। এটি দেশের প্রথম স্বদেশি সরকার। এই সরকারের নিজস্ব পোস্টাল স্ট্যাম্প, মুদ্রা এবং একটি গোপন গোয়েন্দা সংস্থা ছিল। সীমিত সম্পদ নিয়ে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা সাধারণ কীর্তি নয়, বড় কৃতিত্ব ছিল।

একটা সময় পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির অবদানকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হত। দেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নেতাজির অবদানকে ছোট করে দেখানো হত। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত বহু তথ্য প্রকাশ্যে আনা হয়নি এত বছরে। নরেন্দ্র মোদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেও নেতাজিকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার কাজ শুরু হয়নি।

আজাদ হিন্দ সরকারকে দেশের প্রথম স্বদেশি সরকার বলতে কারও দ্বিধা থাকার কথা নয়।

আগের কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল। নরেন্দ্র মোদি সরকারেরও পূর্ণ মাত্রায় আছে। এঁদের কাজকর্ম তার প্রমাণ।

কিন্তু সত্য কথা হল—

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর, নেতাজি নামে পরিচিত সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ (মুক্ত ভারত) সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেকে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপ্রধান এবং যুদ্ধমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন। ক্যাপ্টেন ডঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন মহিলা সংগঠনের নেতৃত্ব দেন এবং ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে এশিয়ার প্রথম নারী বাহিনী, কেবল মহিলাদের নিয়ে তৈরি যুদ্ধ ব্রিগেড, রানী ঝাঁসি রেজিমেন্টের নেতৃত্ব দেন।

আজাদ হিন্দ, অথবা আরজি হুকুমত-এ-আজাদ হিন্দ, জাপান, নাৎসি জার্মানি, ইতালীয় সামাজিক প্রজাতন্ত্র এবং তাদের মিত্রদের যেমন ইন্দোনেশিয়া, ক্রোয়েশিয়া, মায়ানমার (তৎকালীন বার্মা) কয়েকটি দেশ দ্বারা সমর্থিত ছিল।

ব্রিটিশদের দখলে থাকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অঞ্চলগুলিতে সরকার ভারতীয় বেসামরিক এবং সামরিক কর্মীদের উপর কর্তৃত্ব ঘোষণা করে। তারা মুদ্রা (আজাদ হিন্দ মুদ্রা), আদালত এবং একটি দেওয়ানি কোড-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে।

সুভাষ চন্দ্র বসু আজাদ হিন্দের পতাকাতলে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য একটি সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার বিষয়টিকে লক্ষ্য হিসেবে রেখেছিলেন কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের এটাই একমাত্র উপায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও ১৯৪৫ সালে অক্ষশক্তির পরাজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। এজন্যই আজাদ হিন্দ ফৌজের সরকারের পতন হয়। 'শক্তিশালী অবিভক্ত ভারত' গঠনের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানে সেই 'আজাদ হিন্দ' সরকারের ভূমিকা চির স্মরণীয়।

আজাদ হিন্দ বাহিনী বিপাকে ফেলেছিল ব্রিটিশদের। ১৯৪৪ সালে কোহিমা ও ইম্ফলে ব্রিটিশদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ শুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজ। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিকারও অর্জন করেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজে সাড়ে আট হাজার সেনা নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন হয়েছিল জাপানে। এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠা ভারতের বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু টোকিওতে করেছিলেন।

১৯৪৩-এ ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপতি হিসেবে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন করেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি ছিলেন এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী। আজাদ হিন্দ সরকারের ছিল নিজস্ব ব্যাঙ্কও। এর নাম ছিল আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৪৩-এ। এই ব্যাঙ্কের ১০ টাকার কয়েন থেকে শুরু করে এক লক্ষ টাকার নোটও ছিল। এক লক্ষ টাকার নোটে ছিল সুভাষচন্দ্র বসুর ছবি। এই সরকারের ছিল নিজস্ব ডাক টিকিট ও তিরঙ্গা পতাকা।

আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়েছিল একটি ক্যাবিনেট নিয়ে। এই ক্যাবিনেটের সর্বাধিনায়ক ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ছিলেন আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সমর ও পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী।

ক্যাপ্টেন ডাক্তার লক্ষ্মী স্বামীনাথন (পরে বিবাহিত জীবনে লক্ষ্মী সেহগল) ছিলেন নারী সংগঠন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। এই দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের মহিলা ব্রিগেড রানি ঝাঁসি রেজিমেন্ট কম্যান্ডের দায়িত্বেও ছিলেন। এশিয়ায় এই ধরনের নারীবাহিনী ছিল সর্বপ্রথম এবং এক সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। ডাঃ লক্ষ্মী ছিলেন সিঙ্গাপুরের এক বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। পরে তিনি তাঁর লোভনীয় কর্মজীবন ত্যাগ করে আজাদ হিন্দ ফৌজের রানি ঝাঁসি রেজিমেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রিসভার অন্যান্য জনপ্রশাসন মন্ত্রীরা হলেন—

এস এ আইয়ার – সম্প্রচার ও প্রচারণা মন্ত্রী, লেফট্যানেন্ট কর্নেল এ সি চ্যাটার্জি – অর্থমন্ত্রী

আজাদ হিন্দ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর মন্ত্রীরা ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিনিধি। এঁরা হলেন—

লেফট্যানেন্ট কর্নেল আজিজ আহমেদ, লেফট্যানেন্ট কর্নেল এন এস ভগত, লেফট্যানেন্ট কর্নেল জে কে ভোঁসলে, লেফট্যানেন্ট কর্নেল গুলজারা সিংহ, লেফট্যানেন্ট কর্নেল এম জেড কিয়ানি, লেফট্যানেন্ট কর্নেল এ ডি লোকনাথন, লেফট্যানেন্ট কর্নেল এহসান কাদির, লেফট্যানেন্ট কর্নেল শাহ নওয়াজ খান।

আজাদ হিন্দ সরকারের সংগঠন ও প্রশাসন পরিচালনার জন্য সুভাষচন্দ্রের একাধিক সচিব ও উপদেষ্টা নিযুক্ত ছিলেন। এঁরা হলেন—

আনন্দমোহন সহায় – সচিব, করিম ঘানি, দেবনাথ দাস, ডি এম খান, এ এল্লাপা, জে থিভি, সর্দার ইসের সিংহ, এ এন সরকার – সরকারের আইনি উপদেষ্টা।

আজাদ হিন্দ সরকারে এই সকল সচিব ও উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর সমমর্যাদা পেতেন। আজাদ হিন্দ সরকারের দৈনন্দিন কাজকর্মের বিবরণী ধারাবাহিকভাবে নথিবদ্ধ করা হয়নি। তাই সুভাষচন্দ্রের সহকারী মন্ত্রিত্বের দায়িত্বভার পালন ছাড়া সরকারি পদাধিকারীরা আর কী কী কাজ করতেন সে-বিষয়ে সঠিক জানা যায় না।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর এই অবদান স্কুলের পাঠ্যবইয়ে থাকা উচিত ছিল। সারা ভারতে। এখনও সেটা নেই। তেমন করে।

রাজ্য

নৈহাটির বড়মার মন্দিরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ▪ সারলেন জনসংযোগ

কালীপুজোর রাতে জোড়া অগ্নিকাণ্ড

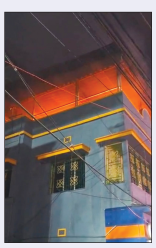

প্রতিবেদন: কালীপূজার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হুগলির কোন্নগর গ্যাস অফিসে। অপরদিকে আগুন লাগে আমতায় দুটি দোকানে। জানা গিয়েছে, কোন্নগর জিটি রোড সংলগ্ন, গ্যাস অফিসের ছাদে গভীর রাতে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন আসে। গ্যাস অফিসের ছাদে ভর্তি কাগজপত্র ও দাহ্য পদার্থ রাখা ছিল, সেখানেই কোনওভাবে আগুন লেগে যায়। তার পরেই আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। অন্যদিকে, আমতার জয়পুরের খালনায় পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের দোকানে মোমবাতি জ্বালানোর সময় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকানেও। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন।

খড়দহে ভোররাতে বড়সড় আগুন রঙের কারখানায়

প্রতিবেদন : কালীপুজোর রাতেই ভয়াবহ আগুন। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ খড়দহের ঈশ্বরীপুরে এক রঙের কারখানায় মজুত রাসায়নিকে আগুন লেগে যায়। কারখানার ভিতর থেকে একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পাশেই রয়েছে গেঞ্জির কারখানা। সেখানেও ছড়িয়েছে আগুন। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে গোটা এলাকা। দমকলের ২০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। আগুনের উৎসস্থলে পৌঁছনো যায়নি। পাঁচিল ভেঙে ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন দমকল কর্মীরা। ভিতরে কোনও শ্রমিক আটকে পড়েছেন কি না, তাও জানা যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন বারাকপুরের সিপি। দমকলের আধিকারিকেরা বলেন, পাঁচিল ভেঙে ভিতরে ঢোকা হয়েছে। পাশের গেঞ্জি কারখানার আগুন দ্রুতই আয়ত্তে আসবে। তবে রঙের কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগবে। কারণ ভেতরে প্রচুর রাসায়নিক মজুত রয়েছে। কারখানার কাছেই ঈশ্বরীপুর গ্রামের মানুষজন রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূলবর্তী জেলায়

প্রতিবেদন : জলীয় বাষ্প এবং দখিনা বাতাসের মিশেলে বেশ খানিকটা উপরের দিকে তাপমাত্রা। অর্থাৎ দীপাবলি কেটে গেলেও এখনই ঠান্ডা পড়ার কোনও লক্ষণ নেই আর দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনাও নেই। তবে সপ্তাহশেষে বদলাবে আবহাওয়া। শুক্রবার থেকে হাওয়া বদল। উপকূলের জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে। শনিবার ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস সব জেলাতেই। উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। পশ্চিমের জেলাগুলিতে সকালের দিকে মনোরম পরিবেশে হেমন্তের অনুভূতি। রাতে শিশির সকালে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা কুয়াশা সম্ভাবনা।

দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর এবং লাক্ষাদ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় সুস্পষ্ট হয়েছে নিম্নচাপ। দক্ষিণ আন্দামান সাগর এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত আজ নিম্নচাপে পরিণত হবে। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ শক্তিশালী হবে। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে এই নিম্নচাপ। আগামীকাল ও শুক্রবার নাগাদ এই নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগ এবং পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায়। এটির অভিমুখ অন্ধ্রপ্রদেশ। এটি শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ে শক্তি বাড়ায় কিনা সেদিকে নজর আবহাওয়াবিদদের।

এই সব কিছুর মধ্যে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের সামান্য ওপরের দিকেই থাকবে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা আগামী কয়েকদিন স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে

কালীপুজোর রাতে বেহালায় মণ্ডপে অগ্নিকাণ্ড। পূর্বাশা অঞ্চলে আচমকাই আগুন লাগে এক পুজো মণ্ডপে। দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আধঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে

রাজ্যের খাদ্য দফতর চালু করল হেল্পডেস্ক-সহ কল সেন্টার

রেশন পরিষেবা ও ধান ক্রয়কে নাগরিক-বান্ধব করতে উদ্যোগ

প্রতিবেদন : রাজ্য জুড়ে রেশন পরিষেবা ও ধান ক্রয় সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকে আরও স্বচ্ছ, সহজ ও নাগরিক-বান্ধব করতে খাদ্য দফতর এক জানালা ব্যবস্থা চালু করছে। এর আওতায় কেন্দ্রীয়ভাবে একটি হেল্পডেস্ক-সহ কল সেন্টার চালু করা হবে, যার মাধ্যমে রেশন পরিষেবায় যুক্ত নাগরিক ও ধান বিক্রয়কারী কৃষকেরা সরাসরি খাদ্য দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেদের অভিযোগ ও সমস্যার কথা জানাতে পারবেন।

রাজ্য প্রশাসন জানিয়েছে, এই কল সেন্টার সপ্তাহে সাতদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত টানা ১২ ঘণ্টা কাজ করবে। বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি— তিন ভাষাতেই তথ্য ও অভিযোগ সংক্রান্ত সহায়তা পাওয়া যাবে। হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল ১৯৬৭, ১৪৪৪৫ এবং ১৮০০৩৪৫৫৫০৫। এর পাশাপাশি নাগরিকেরা

এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ, ই-মেইল বা অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমেও অভিযোগ জানাতে পারবেন। দফতরের তরফে জানিয়েছে, প্রতিটি অভিযোগের জন্য পৃথক টিকিট নম্বর দেওয়া হবে, যাতে অভিযোগকারীরা সহজেই পরবর্তী আপডেট জানতে পারেন। অভিযোগের তথ্য বিশ্লেষণ করে নিয়মিত রিপোর্ট তৈরি করা হবে, যাতে বারবার পুনরাবৃত্ত সমস্যা বা প্রশাসনিক ঘাটতি চিহ্নিত করা যায়। হেল্পডেস্কে আধুনিক কল ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে স্বয়ংক্রিয় কল বণ্টন, কল রেকর্ডিং, আইভিআর পরিষেবা, বুদ্ধিদীপ্ত রাউটিং এবং ওয়েব-ভিত্তিক অভিযোগ পোর্টালের সঙ্গে সংযুক্তির ব্যবস্থাও। প্রাথমিকভাবে ১৬টি অপারেটর টার্মিনাল চালু করা হবে, পরে প্রয়োজন অনুযায়ী তা বাড়ানো হবে। অপারেটররা পালাক্রমে কাজ করবেন এবং তদারকি করবেন সুপারভাইজাররা।

খাদ্য দফতর আরও জানিয়েছে, নাগরিকদের তথ্য সম্পূর্ণভাবে সরকারি মালিকানায় থাকবে এবং গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ই-গভর্ন্যান্স পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে, দায়বদ্ধতা বাড়বে এবং জনকল্যাণমূলক পরিষেবার প্রাপ্যতা আরও সহজতর হবে বলে প্রশাসনের আশা।

আলমারিতে সঞ্জয় রাইয়ের ভাগনির দেহ

আত্মহত্যা নাকি খুন? ঘনীভূত রহস্য

প্রতিবেদন : আলমারির ভিতরে কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে ব্যাপক চাঞ্চল্য ভবানীপুরে! বাবা ও সৎমায়ের বিরুদ্ধে কিশোরীর উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে মারমুখী স্থানীয়রা। রবিবার রাতে আলিপুর থানার বিদ্যাসাগর কলোনি এলাকায় আলমারির ভিতরে বছর দশেকের স্কুলছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মৃত কিশোরী সঞ্জনা সিং (১১) সম্পর্কে আরজি করের ধর্ষণ-কাণ্ডে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রাইয়ের ভাগনি। এসএসকেএম হাসপাতালে দেহের ময়নাতদন্তের পর সামনে এসেছে প্রাথমিক রিপোর্ট। কিশোরীর গলায় ফাঁসের চিহ্ন দেখে সেই রিপোর্টে আত্মহত্যার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যদিও প্রতিবেশীদের দাবি, বাবা ও সৎ মা মিলে খুন করেছে ওই নাবালিকাকে। নাবালিকার ঠাকুমারও দাবি, মাত্র ১১ বছর বয়স! কীভাবে গলায় ফাঁস দেবে? প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। আত্মহত্যা নাকি খুন— খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, আরজি কর-কাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত আসামির বড় দিদির মেয়ে সঞ্জনা ভবানীপুরের একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ত। কয়েকবছর আগে মা আত্মঘাতী হলে মাসির কাছে থাকত সে। কিন্তু কিছুদিন পর সঞ্জনার সেই মাসি অর্থাৎ নিজের শ্যালিকাকেই বিয়ে করেন তাঁর বাবা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাবা ও সৎ মা কিশোরীর উপর ক্রমাগত মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চালাত। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর মঙ্গলবার সকালে তাঁরা বাড়ি থেকে বের হতেই তাঁদের উপরে চড়াও হয় প্রতিবেশীদের একাংশ। প্রকাশ্যে দুজনকে ব্যাপক মারধর করা হয়। এমনকী জুতোপেটাও করেন উন্মত্ত জনতা। কিশোরীকে খুন করা হয়েছে বলেও সন্দেহ প্রকাশ করে অবিলম্বে তাঁদের শাস্তির দাবিও করা হয়েছে।

বিয়ের ৪ মাস আগে আত্মঘাতী তরুণী

সংবাদদাতা, হুগলি: বিয়ের চার মাস আগে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী তরুণী। মিলল সুসাইড নোট। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে চন্দননগর বৌ বাজার বটতলা এলাকায়। মৃতার নাম মানালি ঘোষ (২৫)। তিন বছর আগে বৌবাজার শীতলাতলার

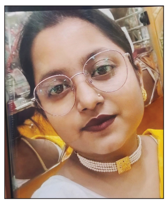

বাসিন্দা সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে রেজিস্ট্রি হয় মানালির। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি ছিল আনুষ্ঠানিক বিয়ে। তার আগেই গঙ্গায় ঝাঁপ চন্দননগরের যুবতীর। যুবতীর পরিবার জানিয়েছে গত তিনদিন ধরে কর্মস্থলে সমস্যা দেখা দেয়। দোকানের বাইরে তাকে কান্নাকাটি করতে দেখা যায় বলেও জানান স্থানীয়রা। অভিযোগ, তাঁকে দিয়ে জোর করে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন বলে লিখিয়ে নেওয়া হয়। মানালি দোকান থেকে বেরিয়ে স্বামী সত্যজিৎকে ফোন করেন। তারপর সুইসাইড নোট লিখে মোবাইল চাপা দিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। চন্দননগর থানার পুলিশ খবর পেয়ে গঙ্গায় তল্লাশি শুরু করে। নামানো হয় ডুবুরি স্পিডবোট। পুলিশ জানিয়েছে, যেখানে কাজ করতেন সেই দোকান কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে লেখা সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে। তদন্তে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দোকানে গিয়ে কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ একজনকে আটক করে।

■ আবার এসো মা...। কালীপুজো শেষ বিসর্জন গঙ্গার ঘাটে। মঙ্গলবার। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

সিইওদের বৈঠকে ডাকল কমিশন

প্রতিবেদন : দেশ জুড়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী অভিযানের বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসছে নির্বাচন কমিশন। বুধ ও বৃহস্পতিবার দিল্লির দ্বারকার ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্টে অনুষ্ঠিত হবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের দুই দিনের এই সম্মেলন। সেখানে রাজ্যের সব মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে থাকতে হবে ভোটার তালিকা সংশোধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত বা যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মিডিয়া সমন্বয়কারীকে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়েছে, উপস্থিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী অভিযানকে আরও কার্যকর ও স্বচ্ছ করার জন্য রূপরেখা তৈরি করা হবে।

উদ্ধার নলিকাটা পাঁজর-ভাঙা দেহ

সংবাদদাতা, হাওড়া: বাড়ির ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে উদ্ধার এলআইসি এজেন্টের গলার নলিকাটা ও পাঁজর-ভাঙা দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম শুভঙ্কর বড়ুয়া (৩৫)। বাড়ি বেলুড়ের বিভূতিভূষণ ব্যানার্জি লেনে। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে রাজেন শেঠ লেনের পানি ট্যাঙ্কি মোড়ের কাছে তাঁর দেহ মেলে। কালীপুজোর রাত ১১টা নাগাদ একটি ফোন আসে। তারপর বেরিয়ে যান শুভঙ্কর।

মহিলা চিকিৎসককে হেনস্থা গ্রেফতার ট্রাফিক হোমগার্ড

সংবাদদাতা, হাওড়া : নারীদের উপর অত্যাচারে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। কোনওভাবেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়ার উলুবেড়িয়ায়

এবার কর্তব্যরত এক জুনিয়র মহিলা চিকিৎসককে হেনস্থা ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল অস্থায়ী ট্রাফিক হোমগার্ড ও তাঁর প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই উলুবেড়িয়া ট্রাফিক পুলিশের অভিযুক্ত অস্থায়ী হোমগার্ড-সহ দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাদের আদালতে পেশ করা হয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র মৃত্যুঞ্জয় পাল জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ে কড়া মনোভাব পোষণ করেন। তাঁর কড়া নিদান, ডাক্তার হোক কিংবা স্বাস্থ্যকর্মী, যেকোনও উপায়ে তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে। আশা রাখি, ধৃতদের কঠোরতম শাস্তি হবে।

অভিযোগ, সোমবার রাতে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক প্রসূতিকে ভর্তি করানো হয়। এক জুনিয়র মহিলা চিকিৎসক প্রসূতিকে পরীক্ষা করেন। কিন্তু রোগীর নানা শারীরিক সমস্যার কারণে শুধুমাত্র প্রাথমিক পরীক্ষা করা হয়। পরিবারের সদস্যদের ওই মহিলা জুনিয়র চিকিৎসক জানান, ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হলে একজন সিনিয়র চিকিৎসক প্রসূতিকে পরীক্ষা করবেন। কিন্তু রোগীর হোমগার্ড আত্মীয় ও তাঁর দুই প্রতিবেশী রেস্টরুমে ঢুকে প্রসূতির বর্তমান অবস্থা জানতে চান। দু-পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বচসা। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। একজন মহিলা চিকিৎসকের হাতও মচকে দেন বলে অভিযোগ। ক্রমাগত চলে চড়-থাপ্পড়। এরপরেই পুলিশে খবর দেওয়া হলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে শেখ বাবুলাল এবং শেখ হাসিবুরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দীপাবলিতে উত্তরে দুর্গতদের পাশে মিজানুররা

সম্প্রীতির পীঠস্থান বাংলা

আর্থিকা দত্ত • জলপাইগুড়ি

বাংলা সম্প্রীতির পীঠস্থান। সম্প্রীতির বাংলা কেমন হতে পারে, তা ফের একবার বুঝিয়ে দিল উত্তরের দুর্যোগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বাংলার সম্প্রীতিকে তুলে ধরেছেন। এবারও উত্তরবঙ্গের দুর্যোগে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে এসেছিলেন। দলীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনকে একযোগে বার্তা দিয়েছিলেন উৎসবের মরশুমে ধসও বন্যাদুর্গত মানুষদের পাশে থাকতে। যে ভিত রচনা করে দিয়ে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তা দীপাবলিতে উত্তরের দুর্গত মানুষের পাশে থেকে করে দেখালেন মিজানুর রহমানেরা।

তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি মিজানুর রহমান দীপবলিতে ত্রাণ শিবিরে পৌঁছে দুর্গতদের হাতে ত্রাণ তুলে দেন। উৎসবের বাংলায় দুর্গত মানুষগুলোর ঘরে বাতি জ্বালাবার সামর্থ্য ছিল না। ধর্মের ভেদাভেদ ভেঙে মিজানুর হিন্দু পরিবারের হাতে তুলে দেন মাটির প্রদীপ। সঙ্গে মিষ্টি ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী। সবাই একসঙ্গে মিজানুরদের দেওয়া প্রদীপ জ্বেলে প্রার্থনা করেন সুদিন ফেরার।

টানা বৃষ্টি ও ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা জলে প্লাবিত হয়েছে পাহাড়-ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকা। রাজ্য সরকারের তৎপরতায় দুর্যোগ সামলে উত্তর পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। এখনও অনেক পরিবার রয়েছে সরকারি ত্রাণ শিবিরে। প্রশাসনের তরফে একদিকে যেমন ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। এরই মধ্যে দীপাবলির রাতে মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি মিজানুর রহমান। মিজানুরের হাত থেকে প্রদীপ নিয়ে এক বৃদ্ধা তাঁকে বলেন, মা কালী তোমার মঙ্গল করুন বাবা। উপস্থিত অন্যদের চোখেও জল। মিজানুর বলেন, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময়ই শিখিয়েছেন, মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত ধর্ম। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। তাই দীপাবলির এই আলো কেবল ঘর নয়, মনও আলোকিত করুক, সেই বার্তাই দিতে চেয়েছি আমি। যারা এই মুহূর্তে ত্রাণ শিবিরে আছেন, তাঁরা একা নন, তৃণমূল তাঁদের পরিবারের মতো পাশে রয়েছে। বন্যাদুর্গতদের সঙ্গে তাঁর এই দীপাবলি কাটানো রাজ্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মানবিকতার প্রতীক হয়ে উঠল। মিজানুর রহমানের এই উদ্যোগে আবারও প্রমাণিত হল, বাংলায় তৃণমূল মানেই মানুষের পাশে থাকা, উৎসবের আলো সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া।

১৭০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার, গ্রেফতার ছয়

সংবাদদাতা, মালদহ : গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গাজোল থানার পুলিশ এক গোপন অভিযানে বড় সাফল্য পায়। গাজোলের পাণ্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রজভিটা এলাকায় হানা দিয়ে পুলিশের বিশেষ টিম ছয়জনকে আটক করে। ধৃতদের নাম সঞ্জয় মণ্ডল (৩৪), প্রশান্ত মণ্ডল (২৪), পাণ্ডব মণ্ডল (৪৪), পবন মণ্ডল (২৪), দিলীপ মণ্ডল (৪৬) ও ফুলচাঁদ মণ্ডল (৩২)। অভিযানের সময় নিবাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ফুলচাঁদ মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ উদ্ধার করে প্রায় ১ কেজি ৭০০ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইন ও বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল, যা থেকে মাদক প্রস্তুত করা হত বলে ধারণা। পলিথিন ও প্লাস্টিক ব্যাগে করে এই সব বস্তু বালিশের নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। উদ্ধার হয়েছে মাদক প্রক্রিয়াকরণের সরঞ্জামও। তদন্তে উঠে এসেছে কালিয়াচক এলাকা থেকে এখন মাদক উৎপাদনের কেন্দ্র সরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে গাজোল ও পুখুরিয়ায় কারণ দুই এলাকাতেই রয়েছে বিস্তীর্ণ আমবাগান যা গোপন কারবারের জন্য সুবিধাজনক। উদ্ধারকৃত মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ছিল।

গৃহবধূকে গণধর্ষণ, পুলিশ ২৪ ঘণ্টাতেই ধরল ৩ অভিযুক্তকে

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : চাঞ্চল্যকর গণধর্ষণ কাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক তৎপরতা দেখাল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তিন অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করা হল। এই মামলায় পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করছেন স্থানীয় মানুষজন। ঘটনা ময়নাগুড়ির খাগড়াবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারিকামারি কালীহাট এলাকার। নির্যাতিতা ভয়ে প্রথমে মুখ খুলতে পারেননি। পরে সাহস করে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য গণেশ সরকারকে ঘটনার কথা জানান। তাঁর পরামর্শে স্বামী-স্ত্রী মিলে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই পুলিশ গৌরাঙ্গ রায় নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। এরপর ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে বাকি দুই অভিযুক্ত পলাতক মিন্টু রায় ও বিষ্ণু রায়কেও গ্রেফতার করে। বর্তমানে তিনজনেই পুলিশি হেফাজতে রয়েছে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তদন্ত শুরু করি। প্রথম অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর বাকি দুইজনের অবস্থান চিহ্নিত করে তাদেরও গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের নির্দেশ অনুসারে এই মামলার তদন্তে কোনও গাফিলতি রাখা হবে না। আমরা চাই নির্যাতিতা দ্রুত ন্যায়বিচার পান।

কার্শিয়াঙে কালীপুজোয় থিম করা হল 'অপারেশন সিন্দুর'

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : কালীপুজোর থিম হল 'অপারেশন সিন্দুর' কার্শিয়াং ব্যবসায়ী সংগঠনের পুজোয়। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, দার্জিলিং পাহাড়ে ধর্মীয় ভেদাভেদের কোনও ব্যাপার নেই। গত তিন বছর থেকে কার্শিয়াং ব্যবসায়ী সংস্থা কার্শিয়াং শহরে কালীপুজো পুনরায় শুরু করেছিল। তারা ১১০ নং জাতীয় সড়কের পাশের হলটিতে কালীপুজোর আয়োজন করে। প্রতি বছর নতুন নতুন থিম হয়। এই বছরের থিম 'অপারেশন সিন্দুর'। এতে জেট ফাইট এবং সেনাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সিন্দুর থিম সাজানো হয়েছিল। গত তিন বছর ধরে সকল সম্প্রদায় একত্রে এই ব্যানারে কালীপুজো করে আসছে। সংগঠনের সভাপতি যিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের, বলেছিলেন, দার্জিলিং পাহাড়ে কোনও ধর্মীয় বিষয় নেই। প্রত্যেকে সমস্ত উৎসব উদযাপন করেছে। তা মুসলিম, হিন্দু বা খ্রিস্টান যাই হোক। শিলিগুড়ি থেকে পূজারীদের ডাকা হয়। দিনের বেলা ভোগ বিতরণ করা হয়েছিল। প্রতি বছরের মতো পুরো কার্শিয়াং শহরকে ফুল ও আলোয় সাজানো হয়েছিল। তবে এ বছর দার্জিলিং পাহাড়ে ভূমিধসের কারণে ২১ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। ফলে উৎসবের মধ্যেও সাধারণের মন কিছুটা বিষণ্ণ।

শ্রীমতী নদীর তীরে সেলফি জোন 'আই লাভ কালিয়াগঞ্জ'

অপরাজিতা জোয়ারদার • কালিয়াগঞ্জ

আলোর উৎসব দীপাবলিতে মঙ্গলবার কালিয়াগঞ্জে উদ্বোধন হল 'আই লাভ কালিয়াগঞ্জ' সেলফি জোনের। পুরপ্রধান রামনিবাস সাহার তত্ত্বাবধানে 'আই লাভ কালিয়াগঞ্জ'-এর উদ্বোধন করেন মহকুমাশাসক কিংশুক মাইতি। শ্রীমতী নদীর ধারে শান্তি কলোনি রাস্তার পাশে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে এই সেলফি জোন নির্মাণ করেছে কালিয়াগঞ্জ পুরসভা। এই সেলফি জোন কালিয়াগঞ্জবাসীর কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হবে— আশাবাদী মহকুমাশাসক।

মহকুমাশাসক জানান, প্রশংসনীয় উদ্যোগ। উল্লেখ্য, কালিয়াগঞ্জ শহরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া শ্রীমতী নদীকে বাঁচিতে উদ্যোগী হয়েছে পুরসভা। নদীবাঁচাও কমিটি ও

■ সেলফি জোনে সাধারণের ছবি তোলার ভিড়।

বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলার নদীগুলো বাঁচাতে নদী সংস্কারের দাবি থাকে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষদের কথা মাথায় রেখে ও পরিবেশ বাঁচাতে সর্বদা কাজ করছে পুরসভা। নদীকে দূষণমুক্ত রাখতে সাধারণ মানুষকে সজাগ করতে জরিমানা ধার্য করা হয়েছে পুরসভার পক্ষ থেকে। সামনেই ছটপুজো। তার আগেই সৌন্দর্যবৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে পুরসভা। এবারে নদীর ধারে পুরসভার উদ্যোগে বসানো হলো আই লাভ কালিয়াগঞ্জ। মূলত নদীর পাড় হয়ে উঠবে সেলফি জোন। পুরসভার চেয়ারম্যান রামনিবাস জানান, সামনেই ছটপুজো। নদীঘাটে ভিড় জমাবেন হাজার হাজার পুণ্যার্থী। ছটপুজোর পুণ্যার্থীদের জন্য ইতিমধ্যেই শান্তি কলোনির শ্রীমতী নদীঘাটে নতুন দুটি সিঁড়ি নির্মাণ করছে পুরসভা। বামপাশে সেলফি জোন করা হচ্ছে। এতে নদীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে অনেকটাই।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
22 October, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ভিডিও কলে জগন্নাথধামের ভোগ অর্পণ করা হল নৈহাটির বড়মাকে

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • দিঘা

দীপান্বিতা অমাবস্যার সন্ধ্যায় মিলে গেল রাজ্যের দুই তীর্থক্ষেত্র। ভিডিও কলের মাধ্যমে দিঘার জগন্নাথধামের ভোগ পৌঁছে গেল নৈহাটির বড়মার কাছে। সোমবার সন্ধ্যায় এক অপরূপ মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী থাকলেন দিঘা ও নৈহাটির মানুষজন। উল্লেখ্য, জগন্নাথ দেবের ভোগ সর্বপ্রথম দেবী বিমলাকে অর্পণের রীতি আছে। মা বিমলাকে ভোগ অর্পণের পরই জগন্নাথের ভোগ মহাপ্রসাদে পরিণত হয়। মা কালী হলেন দেবী বিমলার অপর রূপ। তাই সোমবার সন্ধ্যায় সর্বপ্রথম নৈহাটির বড়মাকে ভোগ অর্পণ করা হয়। এদিন এই আধ্যাত্মিক সংযোগের সাক্ষী থাকতে দূরদূরান্তের ভক্তেরা ভিড় জমান দিঘা জগন্নাথধামে। ধনতেরাসের দিন থেকেই দিঘা জগন্নাথধামে বিশেষ পুজোপাঠ শুরু হয়েছে।

সোমবার অমাবস্যা তিথিতে সেই পুজোয় নৈহাটির বড়মার উপস্থিতি বিশেষ মাত্রা এনে দেয়। এদিন সন্ধ্যা প্রায় ৭টা নাগাদ আরতি শুরু হয়। একই সঙ্গে নৈহাটির বড়মা এবং জগন্নাথধামের বিমলা দেবীর আরতি হয়। ভিডিও কলের মাধ্যমে জুড়ে যায় নৈহাটির বড়মা এবং দিঘার জগন্নাথধাম। এদিন ১০০৮টি মাটির প্রদীপ দিয়ে সাজে গোটা জগন্নাথধাম। প্রথমে প্রায় মিনিট পনেরো ধরে চলে আরতি পর্ব। এরপর মা বিমলার আরেক রূপ নৈহাটির বড়মাকে ভোগ অর্পণ করা হয়। ভোগে খিচুড়ি, বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্নের পাশাপাশি ছিল বাংলার স্পেশাল নারকেল নাড়ু। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে একই সঙ্গে দুই মন্দিরের মধ্যে চলে ধর্মীয় কার্যক্রম। জগন্নাথধাম ট্রাস্টের সদস্য রাধারমণ দাস বলেন, বড়মা হলেন বিমলা দেবীর আরেক রূপ। তাই জগন্নাথের ভোগ দীপান্বিতা অমাবস্যার সন্ধ্যায় বড়মাকে অর্পণ করা হল। দিঘার জগন্নাথধামের এটা ঐতিহাসিক এক নজির সৃষ্টি করল বলা চলে। প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা নৈহাটির বড়মার মন্দির এবং দিঘার জগন্নাথধামকে সংযুক্ত করেছি।

কালীর গহনা চুরি গ্রেফতার হবু জামাই

সংবাদদাতা, মেমারি : বনেদি বাড়ির হবু জামাই সে-ই কি না চোর! শ্বশুরবাড়ির প্রতিমার গহনা চুরির অভিযোগে ধৃত হবু জামাই। পুজোতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসে বনেদি বাড়ির দেবীর গা থেকে প্রায় ১০ ভরি ওজনের সোনার গহনা চুরি করে হবু জামাই। পুলিশ তৎপরতা সঙ্গে গ্রেফতার করে মেয়েরই বিশেষবন্ধুকে। উদ্ধার হয় গহনা। গুণধর হবু জামাইয়ের ঠাঁই হল কারাগারে। নাম দেবজ্যোতি চৌধুরি। বাড়ি বর্ধমান শহরে। মেমারি থানার দলুইবাজার এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।
রসুলপুরের দলুইবাজারের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে ২৫০ বছর ধরে হয়ে আসছে কালীপুজো। পরিবারের সদস্যরা যেমন উপস্থিত থাকেন, তেমনি আমন্ত্রিত থাকেন বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন। তাতেই পরিবারের এক মহিলা সদস্যের 'বিশেষবন্ধু' হিসাবে আমন্ত্রিত ছিলেন দেবজ্যোতি। রাত ১২টা নাগাদ পরিবারের এক সদস্য লক্ষ্য করেন দেবীর বেশ কিছু গহনা শরীরে নেই। সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারের পক্ষ থেকে মেমারি থানায় জানানো হয়। পুলিশ দেখেই গাঢাকা দেয় দেবজ্যোতি। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ভেঙে পড়ে। উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া গহনা।

■ বরানগর দুয়ের পল্লির যুবকবৃন্দের কালীপুজো।

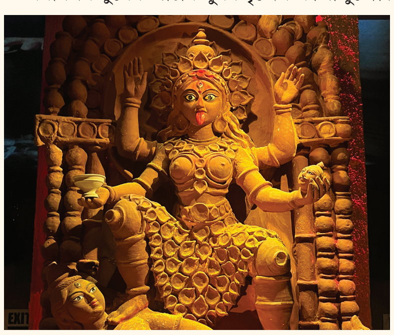

■ দক্ষিণ কলকাতা যাদবপুর আনন্দপল্লী জয়ন্ত সংঘের প্রতিমা।

পান্ডুয়ায় গদ্দারকে ধুয়ে দিলেন সাংসদ রচনা

সংবাদদাতা, হুগলি : কালীপুজো উপলক্ষে আলোর উৎসবে মেতেছে রাজ্যবাসী। মঙ্গলবার হুগলির পান্ডুয়ায় বিভিন্ন কালীপুজোর মণ্ডপ পরিদর্শন করেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। পান্ডুয়া গোঘাট মেলাতলা ব্যবসায়ী সমিতির পুজোয় এসে তিনি ধুয়ে দেন গদ্দার অধিকারীকে। গদ্দারের 'মায়ের খড়্গ' মন্তব্যের পর মহিলাদের তাড়া খাওয়াকে কটাক্ষ করে রচনা বলেন, মায়ের খড়্গ একজনার হাতেই রয়েছে, তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একমাত্র তাঁর হাতেই খড়্গ মানায়। আর কারও হাতে মানায় না। মহিলাদের নিয়ে কোনও কুমন্তব্য করলে মহিলারা তো তাড়া করবেই। মা কালীর হাতেও তো খড়্গ রয়েছে। এবার মা কালীও দৌড়বেন তার পেছনে! পাশাপাশি, কালীপুজোয় হুগলির একাধিক জায়গায় আতশবাজি থেকে ছোটখাটো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সেই প্রসঙ্গে সতর্কবার্তা দিয়ে রচনা বলেন, বাজি পোড়ানোর সময় সতর্ক থাকা উচিত। অনেক জায়গায় প্যান্ডেল উঁচু উঁচু অট্টালিকার মতো হয়। যারা আতশবাজি পোড়াচ্ছেন, বিক্রি করছেন; তাঁদের সকলকে সতর্ক থাকা উচিত। শব্দদূষণ থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। আতশবাজি পোড়ানোর সময় ফাঁকা মাঠে পোড়াতে হবে, যাতে কোনও মানুষের অসুবিধা না হয়।

মানবিক মুখ পুলিশের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : কালীপুজোর আলোয় শুধু দেবীর আরাধনাই নয়, ছড়িয়ে পড়ল মানবিকতার আলোও। ঝাড়গ্রামের বেলিয়াবেড়া গ্রামরক্ষা বাহিনীর উদ্যোগে বেলিয়াবেড়া থানা প্রাঙ্গণে প্রতি বছরের মতো এবছরও আয়োজিত হয়েছে শ্যামাপুজো। সেই উপলক্ষে আয়োজিত হল এক সামাজিক কর্মসূচি— দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ। থানা সূত্রে জানা গেছে, এদিন প্রায় ৫০ জন অসহায় ও দরিদ্র মহিলার হাতে নতুন শাড়ি তুলে দেন পুলিশ আধিকারিকেরা। শুধু তাই নয়, ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে পরিচালিত বিনামূল্যে 'দিশা কোচিং সেন্টার'-এর ৩৫০ জন ছাত্র ছাত্রীকেও নতুন পোশাক দেওয়া হয়।

ডাইনি অপবাদ দিয়ে ভাইয়ের বউকে খুন, ছয় অভিযুক্ত ধৃত

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : ছিল জমি সংক্রান্ত শরিকি বিবাদ। তার জেরে নিজেদের পরিবারেরই এক বধূকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল, পুরুলিয়ায়। রেলশহর আনাড়ার গা ঘেঁষে থাকা চাপুড়ি গ্রামে, সোমবার রাতে। মঙ্গলবার পুলিশ খবর পেয়ে ছয় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। দুজন পলাতক। মৃতার নাম পদবি টুডু (৩৬)। তাঁকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে হিতলাল টুডু, তার স্ত্রী জলেশ্বরী টুডু, রাজেশ টুডু ও তার স্ত্রী মদনি টুডু, শুকলাল টুডু এবং বাবলু টুডুকে। শেষোক্ত দুজনের স্ত্রী পলাতক। জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। দোষীরা শাস্তি পাবেই।
গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, জমি নিয়ে বিবাদের জেরে প্রায়ই পরিবারের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ঝামেলা হত। অপর চার ভাইয়ের পরিবার সুভাষের স্ত্রী পদবিকে একাধিকবার ডাইনি অপবাদ দিয়ে হেনস্থা করেছে। মৃতার ভাই, কাশীপুর থানা এলাকার বাসিন্দা বাবুনাথ টুডু বলেন, সোমবার রাতে অন্য ভাইদের পরিবারের চার মহিলা তাঁকে টেনে নিয়ে বাড়ি থেকে বার করে। তিনি ও তাঁর স্ত্রী বোনের বাড়ি এসেছিলেন আনাড়ায় কালীপুজো দেখবেন বলে। তাঁদের চোখের সামনেই ঘটনাটি ঘটে। বাধা দিতে গেলে তাঁদের মারধর করা হয়। মৃতার স্বামী সুভাষ বলেন, সন্ধ্যায় পাশেই আনাড়া বাজারে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার সময়েই তিনি ঘটনার খবর পান। দ্রুত পুলিশ এসে আহত মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক ডাঃ নয়ন মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক। তাঁরা ওই গ্রামে যাবেন।

চুনো মাছ বাঁচাতে কালীপুজো পূর্বস্থলীর মৎস্যজীবীদের

প্রতিবেদন: পূর্বস্থলী ১-এর কোবলার বাঁশদহ বিলের চুনো মাছ বাঁচাতে বিলের পাড়ে চুনোবিলে কালীর পুজো শুরু করেন এলাকার মৎস্যজীবী এবং স্থানীয়রা। ২৫ বছর আগে ২০০০ সালে এই পুজোর দায়িত্ব নেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। খাল-বিল এবং চুনোমাছ বাঁচাতে দায়িত্ব নেন চুনোবিলে কালীর পুজোর। পরে বিলের ধারে মন্দির নির্মাণের সঙ্গে দেবীর স্থায়ী পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই পুজো নিয়ে মেতে ওঠেন আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা। চারটি গ্রামের মৎস্যজীবীরা কাঁকড়া-সহ নানা রকমের চুনোমাছ ধরে আনেন আর তা রান্না করেন মহিলারা। সেই চুনোমাছের নানা পদের ভোগ নিবেদন করা হয় দেবীকে। পুজোর পরে বিলি হয় সেই ভোগ। সোমবার এই পুজো দেখতে আসেন জেলাশাসক আয়েশা রানি এ।

■ পুজো মণ্ডপে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

মন্ত্রী জানান, খাল-বিল এবং চুনোমাছ বাঁচাতে দেবীর কাছে মানত করে পুজো শুরু করি। খাল-বিল বাঁচলে কৃষকের জল বাঁচবে, ফসলের পরিমাণও বাড়বে। বিলে থাকা চুনোমাছও মিলবে। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য সেই মানত অনেকটাই পূরণ হয়েছে। বিলের সংস্কারের পাশাপাশি চারপাশে ঢালাই রাস্তা, আলো, গেস্ট হাউস, হাউস বোট তৈরি ছাড়াও কয়েকশো একর জমিতে এখন চাষ করছেন চাষিরা। মন্ত্রী বলেন, পুজোর দিন সন্নিহিত চারটি গ্রাম চকরাহাতপুর, কোবলা, দুলেপাড়া এবং বিদ্যানগরের মৎস্যজীবীরা বাজনা বাজিয়ে নানা ধরনের চুনোমাছ, কাঁকড়া নিয়ে আসেন। মাছের ১২ পদের ভোগ হয়। থাকে সোনাখড়কে ভাজা, মৌরলা ভাজা, পুঁটি, খয়রা, কাঁকড়া, শোল, কই, দেশি শিঙির পদও। খাল-বিলের পাড়ে এই এই পুজো হয়। এই এলাকার মানুষ চুনোমাছ ধরেই জীবিকা নির্বাহ করেন। তাই তাঁদের মুখে মুখেই এই দেবী চুনোবিলে কালী নামেই পরিচিত হয়ে উঠেছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভাঙড়ের হাটগাছায় ১০ বছরে নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে তুলকালাম। খাবারের লোভ দেখিয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি। অভিযোগ বলরাম মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে

আমার বাংলা
22 October, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

শ্মশানকালীর পুজোয় সপরিবার সাংসদ মালা রায়।

বাসন্তী মহাশ্মশান কমিটির শ্রীশ্রী শ্যামা পুজো। উপস্থিত সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, জয়দেব বিশ্বাস, শ্যামল সাহা প্রমুখ।

পার্ক স্ট্রিটে আলোয় সামাজিক প্রকল্প

ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

পুলিশের গাড়িতে হাতির হামলা, পালিয়ে প্রাণরক্ষা

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : এবার পুলিশের গাড়িতে হামলা চালাল দাঁতাল হাতি! উল্টেও দিল। গাড়ি থেকে নেমে কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন পুলিশকর্মীরা। ঘটনাটি সোমবার গভীর রাতে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিড়াকাটা এলাকায়। জানা গিয়েছে, নিত্যদিনের মতোই গাড়ি নিয়ে টহলে বেরিয়েছিলেন পিড়াকাটা পুলিশ ফাঁড়ির এক অফিসার ও অন্য পুলিশ কর্মীরা। রাত প্রায় দুটো নাগাদ কলসিভাঙা থেকে গড়মাল রাস্তায় যাওয়ার সময় কদমডিহা এলাকায় একটি হাতি হঠাৎ গাড়ির সামনে চলে আসে। গাড়ি লক্ষ্য করেই হাতিটি এগিয়ে আসে। গাড়ি থেকে নেমে কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান ওই অফিসার ও অন্য পুলিশকর্মীরা। হাতিটি গাড়িটিতে খাবারের খোঁজ চালিয়ে শুঁড় দিয়ে উল্টে দেয়। ততক্ষণে গ্রামের অন্য মানুষজন বেরিয়ে আসেন। পরে হাতিটিকে তাড়িয়ে জঙ্গলে ফেরত পাঠায়। গাড়িতে থাকা ওই অফিসার মিলন পাত্র বলেন, আমরা ওই পথে ডিউটিতে ছিলাম। সেই সময় হাতিটি হঠাৎ সামনে চলে আসে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে পাশের বাড়িতে চলে যাই। হাতিটি গাড়িটি উল্টে দেয়। আমাদের ক্ষতি না হলেও গাড়িটির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভাদুতলা রেঞ্জ আধিকারিক শুভাশিস চৌধুরি বলেন, ওই এলাকায় একটি দলছুট হাতি ছিল। জঙ্গল ছেড়ে রাস্তায় চলে আসায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

কয়েক হাজার ভক্তের কাঁধে চড়ে নিরঞ্জনে শান্তিপুরের মা মহিষখাগী

সংবাদদাতা, নদীয়া : কালীপুজোর উৎসবে মাতোয়ারা গোটা রাজ্য। বাংলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় পুজো হল শান্তিপুরের মহিষখাগী মায়ের আরাধনা। সাড়ে পাঁচশো বছরের প্রাচীন প্রথা মেনে মহিষখাগী মায়ের নিরঞ্জন যাত্রায় প্রতিবার অসংখ্য মানুষ ভিড় জমান। হাজার হাজার ভক্তের কাঁধে চড়ে মা রওনা দেন নিরঞ্জনের পথে। কথিত রয়েছে, ৫৫০ বছর আগে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন দেবী। তারপরই মায়ের মন্দির স্থাপন করেছিলেন রাজা। প্রথমে এক তান্ত্রিকের কুঁড়েঘরে দেবীর আরাধনা হত। আগে কয়েকশো বছর ধরে ১০৮টি মহিষের বলি দিয়ে দেবীর পুজো হত বলে মা ‘মহিষখাগী’ নামে পরিচিত গোটা জগতে। মায়ের ভোগেও থাকে বিশেষ মাহাত্ম্য। পাকা ভোগে দেওয়া হয় খয়রা ও রুই মাছ। এরপর দেবীকে পাট থেকে নামিয়ে বরণ করা হয়। আর দেবীকে পাট থেকে নামাতেই মন্দিরপ্রাঙ্গণে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম ঘটে। এরপর ভক্তদের কাঁধে চড়ে নিরঞ্জনের পথে রওনা দেন মা মহিষখাগী। শান্তিপুরের

রাজপথেও হাজার-হাজার ভক্ত মাকে একবার দর্শনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন। মহিষখাগী মায়ের সঙ্গে এভাবেই মানুষের আবেগ জড়িয়ে থাকে। এই অনন্য ছবি একমাত্র দেখা যায় নদীয়ার শান্তিপুরেই। প্রতিবছরের মতো এবছরও মায়ের নিরঞ্জনের সময় একইভাবে কয়েকহাজার ভক্তের সমাগম ঘটে।

কলকাতার রেড রোডে পুলিশ স্মৃতিসৌধে ‘শহিদ স্মৃতি দিবস’ পালনে নগরপাল মনোজ ভার্মা।

জানবাজার যুবকবৃন্দের কালীপুজো।

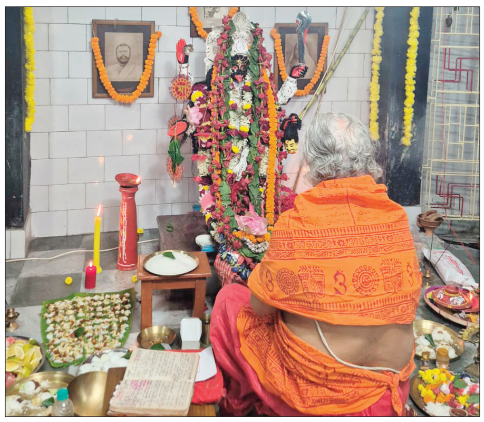
প্রতাপগড় গড়ফার পাল পরিবারে কালীপুজো।

নিজের জীবন দিয়ে অন্যকে বাঁচিয়ে দিলেন সাহিল

সংবাদদাদা, দার্জিলিং : এক যুবক মিরিকেল লেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করছিল সেতুর উপর থেকে। তাই দেখে তাকে উদ্ধারের জন্য জলে ঝাঁপ দেন সাহিল রাই নামে বছর বাইশের এক যুবক। মিরিকের ইন্দিরা সেতু থেকে আত্মহত্যার চেষ্টা করছিল যে সে বেঁচে গেল, কিন্তু উদ্ধারকারীর প্রাণ গেল বেঘোরে। এই ঘটনায় মিরিকের থুরবো এলডি বাহাদুর গ্রামে শোকের ছায়া, সাহিল এই গ্রামেরই বাসিন্দা।

ঝাঁপ দিতে যাওয়া যুবকের নাম সাদিপ দর্জি। মিরিক বাজারের বাসিন্দা। অপরিচিত যুবককে

আত্মহত্যা করতে দেখে তাঁকে বাঁচাতে সাহিল লেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আশপাশের মানুষও উদ্ধারে নামেন। সাহিল সাহসিকতার সঙ্গে সদীপকে উদ্ধার করলেও নিজে ডুবে যান। সাদিপ পারিবারিক সমস্যার কারণে নিজের জীবন নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বর্তমানে মিরিক বিপিএইচসি-তে চিকিৎসাধীন। জানান, পারিবারিক সমস্যায় নেশা করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। সাহিলের আত্মত্যাগ সবাইকে বিচলিত করেছে। পড়শিরা জানিয়েছে, সাহিল খুব ভাল ছেলে, সবসময় অন্যদের সাহায্য করতে এগিয়ে যেতেন।

আমার বাংলা

22 October, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কালীপুজোর উপহার, পুরাতন মালদহে দু-দুটি নতুন জলাধার

মানস দাস • মালদহ

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে পুরাতন মালদহ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে চালু হল দুটি নতুন জলাধার। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন পুরাতন মালদহ পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ। ছিলেন শহর তৃণমূল সভাপতি ও ১২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর বিভূতিভূষণ ঘোষ, বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা নবরঞ্জন সিংহ বর্মা, ওয়ার্ড কাউন্সিলর শত্রুঘ্ন সিংহ বর্মা, তৃণমূল নেত্রী অনসুয়া মণ্ডল প্রমুখ। গত কয়েক বছর ধরে

এলাকায় তীব্র জলসঙ্কটে ভুগছিলেন বাসিন্দারা। পুরসভার উদ্যোগে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে এই দুটি আধুনিক জলাধার। ফলে শতাধিক পরিবার এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, মানুষের মৌলিক পরিষেবাই আমাদের অগ্রাধিকার। আজ সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরে আমরা আনন্দিত। কাউন্সিলর শত্রুঘ্নর কথায়, দীপাবলির মধ্যে এই প্রকল্প এলাকাবাসীর জন্য এক বড় উপহার। উদ্বোধনের পর এলাকা জুড়ে খুশির পরিবেশ। বাসিন্দারা জানান, এখন থেকে আর পানীয় জলের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না। জলাধার চালুর মধ্য দিয়ে কার্যত স্বস্তির জোয়ার বইছে পুরাতন মালদহের এই ওয়ার্ডে।

বোল্লা কালীপুজোয় আইন মেনেই বলি

সঞ্জয় রায় • বালুরঘাট

বোল্লা কালীপুজো, ৭ নভেম্বর। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট থানার অন্তর্গত বোল্লা গ্রামের রক্ষাকালীপুজো 'বোল্লা কালী' নামে প্রসিদ্ধ। পুজো উপলক্ষে তিনদিন বসে মেলা। প্রতিদিন লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয়। পুজোয় কয়েক হাজার পাঁঠাবলি হত। যা নিয়ে সরব হয় বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংগঠন। এ বছর আদালতের নির্দেশ মেনেই পশুবলি হবে।

উচ্চ আদালতের নির্দেশ ও নিয়ম মেনে আসন্ন বোল্লা কালী পুজোয় মানতের পাঁঠাবলি সম্পন্ন হবে বলে দাবি করল পুজো কমিটি কর্তৃপক্ষ। রবিবার বালুরঘাটে সাংবাদিক বৈঠক করে বোল্লা রক্ষাকালী মন্দির ট্রাস্টের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ চক্রবর্তী জানান, ২৬ সেপ্টেম্বর বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ ২০২৪ সালের ২১ নভেম্বর প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও হিরন্ময় ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ এবং ২০১৪ সালের ৬ ডিসেম্বর বালুরঘাটের মহকুমাশাসকের সঙ্গে ট্রাস্টের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিন মাসের কম বয়সি এবং গর্ভবতী পশু, অসুস্থ পশু বলি আদালতের ওই নির্দেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি পশুকে পশুচিকিৎসকে দিয়ে পরীক্ষা করানো, একটি পশুকে বলি দেওয়ার সময় অন্য পশুকে আলাদা রাখা এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত আলাদা বলির জায়গা করেই নিয়ম পালন করা হবে বলে এদিন বোল্লা রক্ষাকালী মন্দির ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আইনজীবী আশ্বস্ত করেন।

শিলিগুড়ি সন্ধানী ক্লাব সুবর্ণজয়ন্তী

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি সন্ধানী ক্লাব এ বছর তাদের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করছে। পঞ্চাশতম বর্ষে তাদের কালীপুজোর বিশেষ থিম — 'চাই না হতে উমা'। সমাজে ক্রমবর্ধমান নারীনির্যাতনের প্রতিবাদেই এই ভাবনা। ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এই থিমের মাধ্যমে নারীর ওপর চলতে থাকা অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সামাজিক বার্তা পৌঁছে দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য। উদ্বোধনের পর থেকেই মণ্ডপে ভিড় জমেছে দর্শকদের, অনেকে প্রশংসা করছেন মণ্ডপের নান্দনিকতার।

মোরাঘাট রেঞ্জে আজও হচ্ছে ঐতিহ্যের কালীপুজো

আর্থিকা দত্ত • জলপাইগুড়ি

ইতিহাস আর ভক্তির মিলনক্ষেত্র আজও অটুট মোরাঘাট রেঞ্জ অফিসের মা কালীর পুজোয়। ১৯৪৬ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে এই ঐতিহ্যবাহী পুজো, যা গয়েরকাটা এলাকার প্রাচীনতম পুজোগুলির অন্যতম। ব্রিটিশ আমল থেকেই বন দফতরের এই কার্যালয়ে পূজিত হয়ে আসছেন মাকালী। আজও শ্রদ্ধায় স্থানীয় মানুষ ও বনকর্মীরা পালন করে চলেছেন সেই প্রথা।

ব্রিটিশ শাসনকালে উত্তরবঙ্গের বিশাল বনভূমি তদারকির জন্য গয়েরকাটায় স্থাপিত হয় মোরাঘাট রেঞ্জ অফিস। এখানে কর্মরত ছিলেন ব্রিটিশ কর্মচারীরা। স্বাধীনতার পরে, ১৯৫০ সালে এই রেঞ্জ অফিস জলপাইগুড়ি বনবিভাগের অধীনে আসে। পুজোর সূচনা করেছিলেন স্থানীয়

কাঠব্যবসায়ী দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কথিত, একসময় রেঞ্জে কর্মরত এক আধিকারিক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে, তাঁর আরোগ্য কামনায় এলাকার কাঠব্যবসায়ীরা মাকালীর শরণাপন্ন হন। মানস করেন, আধিকারিক সুস্থ হলে অফিস প্রাঙ্গণে মাকালীর মন্দির করবেন। আশ্চর্যজনকভাবে আধিকারিক সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন, সেই প্রতিশ্রুতির ফলেই শুরু হয় পুজো। বর্তমানে কাঠব্যবসায়ী সমিতির সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছে ঝকঝকে, আধুনিক মন্দির। মন্দির প্রাঙ্গণ ও পুরো রেঞ্জ অফিস চত্বর পুজোয় সাজানো হয় আলোকসজ্জায়। রেঞ্জার চন্দন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সমস্ত বনকর্মী, কাঠব্যবসায়ী এবং স্থানীয় মানুষ একসঙ্গে এই পুজোয় অংশগ্রহণ করেন। পুজো শেষে ডুয়ার্সের বন্যাদুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে বনবিভাগের পক্ষ থেকে।

প্রাচীন ঐতিহ্য, বিশ্বাস আর মানবতার এক অপূর্ব মেলবন্ধন — সেই সূত্রে আজও মোরাঘাট রেঞ্জের মা কালীর পুজো স্থানীয় মানুষের আবেগের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রয়েছে।

হীরকজয়ন্তী বর্ষে প্রবীণদের সম্মাননাজ্ঞাপন ও আলোচনা

বালুরঘাট সাড়ে তিন নম্বর মোড় ক্লাব

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : বালুরঘাট সাড়ে তিন নম্বর মোড় ক্লাবের এ বছর হীরক জয়ন্তী বর্ষ। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার বিকেল চারটে থেকে ছয়টা পর্যন্ত ক্লাবের নিজস্ব সভাঘরে প্রবীণ নাগরিকদের সম্মাননা জ্ঞাপন ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হল। সভাপতিত্ব করেন সাড়ে তিন নম্বর মোড় ক্লাবের সভাপতি অরিন্দম চক্রবর্তী। দক্ষিণ দিনাজপুর প্রবীণ নাগরিক কল্যাণমঞ্চ সহযোগিতা করে। সভায় প্রবীণ নাগরিকদের প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি প্রবীণ নাগরিকদের এখনও সমাজে গুরুত্ব আছে সেই বিষয়েও আলোচনা হয়। সভায় দক্ষিণ দিনাজপুর প্রবীণ নাগরিক কল্যাণমঞ্চের পক্ষ থেকে সভাপতি সরোজকুমার কুন্ডু, প্রাক্তন সভাপতি চঞ্চলকুমার শিকদার, প্রাক্তন সভাপতি অরুণকুমার সেন, প্রদীপ্তকিরণ সরকার, কৃষ্ণপদ মন্ডল, নাট্যব্যক্তিত্ব প্রদোষ মিত্র প্রমুখ বক্তা ছিলেন। সঞ্চালনা করেন সাড়ে তিন নম্বর মোড় ক্লাবের পুজো কমিটির সভাপতি দুর্গাশঙ্কর সাহা।

দমকলের আধুনিকীকরণে

(প্রথম পাতার পর)

করে জল পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া চালুর পরিকল্পনা চলছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, হাইরাইজ ভবন, বস্তি এলাকা ও দুর্গম স্থানে এই ব্যবস্থা অগ্নিনির্বাপণে বড় ভূমিকা নিতে পারে। এর পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আরও ২৫টি নতুন দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্তও হয়েছে। দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং-সহ একাধিক জেলায় ঘনবসতিপূর্ণ ও বাণিজ্যিক এলাকায় এই নতুন কেন্দ্রগুলি তৈরি করা হবে। সরু গলিতে পৌঁছনোর সুবিধার জন্য ছোট ফায়ার ভেহিকল ও মোটরবাইকও কেনা হচ্ছে।

দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডে দেখা গিয়েছে— বাণিজ্যিক ভবনগুলিতে প্রায়শই 'ফায়ার এগজিট' বন্ধ, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র অকেজো এবং দাহ্য পদার্থের অযথা মজুত থাকার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতি এড়াতে বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও বাজারগুলিতে 'ফায়ার অডিট' প্রক্রিয়া কঠোরভাবে চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

দমকল দফতরের এক কর্তার বক্তব্য, শুধুমাত্র প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, নাগরিক ও ব্যবসায়িক সচেতনতা বাড়ানোও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই মাস্টার প্ল্যান কার্যকর হলে আগুন নেভানোর গতি, দক্ষতা ও প্রতিরোধ ক্ষমতা— সবই এক ধাপ এগোবে বলে আশা দফতরের।

মন্দিরে পুজো অভিষেকের

(প্রথম পাতার পর)

রাজ্যবাসীকে জানাই কালীপুজো ও শুভ দীপাবলির আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা। এরই সাথে জানাই ভাইফোঁটা, ছটপুজো এবং জগদ্ধাত্রী পুজোর আগাম শুভকামনা।

এদিন, বড়মার মন্দিরে ছিলেন টিএমসিপি সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যও। ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনার কয়েকজন দলীয় বিধায়ক এবং নেতা-নেত্রী। এদিন বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ মন্দিরে পৌঁছন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁকে ঘিরে ছিল উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা। মন্দিরের বিশেষ পুজোতে অংশ নেন তিনি। এরপর মন্দিরের পাশেই মণ্ডপে থাকা বড়মার মূর্তির একেবারে সামনে নিচে বসে পুজো দিতে দেখা যায় অভিষেককে।

এদিন, প্রথমে মন্দিরে পরে মণ্ডপে যান অভিষেক তার মাঝেই সারেন জনসংযোগ। দু'পাশে দাঁড়ানো মানুষের উদ্দেশ্যে কখনও তাঁকে হাত নাড়তে দেখা যায়, আবার কখনও রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা শিশুকে দেন স্নেহের পরশ। নৈহাটি যাওয়ার পথেও রাস্তার দু-পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তৃণমূলের অসংখ্য নেতা-কর্মী। একবার গাড়ি থামিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথাও বলেন অভিষেক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দীপাবলির রাতে বহুতলে আগুন লেগে পুড়ে মৃত চারজন। আহত হয়েছেন প্রায় ১০ জন। সোমবার গভীর রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের নভি মুম্বই টাউনশিপের ভাসি এলাকায়। সেখানকার একটি বহুতল আবাসনে আচমকা আগুন লেগে যায়। অগ্নিকাণ্ডের সময় বেশিরভাগ বাসিন্দাই ঘুমিয়েছিলেন

নিয়ম ভেঙে দেদার বাজি, দীপাবলি শেষ হতেই দূষণের বিষে শ্বাসরুদ্ধ দিল্লি

বায়ুদূষণ সূচক পৌঁছে গেল বিপজ্জনক স্তরে

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ বিজেপি সরকার

নয়াদিল্লি : দীপাবলির পরের দিন সকালে দূষণের বিষে শ্বাসরুদ্ধ রাজধানী দিল্লি! রবিবার থেকেই দিল্লিতে দেদার শব্দবাজি ফেটেছে। সোমবার রাতে নাগাড়ে পোড়ানো হয় আতশবাজি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, বেঁধে দেওয়া সময়, হুঁশিয়ারির পরেও আটকানো গেল না দিল্লির দূষণের মাত্রা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই দিল্লি ঢাকল ধোঁয়াশার চাদরে। দেদার বেআইনি শব্দবাজি দিল্লি, এনসিআর এলাকায়, রুখতে ব্যর্থ দিল্লির বিজেপি সরকার ও অমিত শাহের পুলিশ।

দীপাবলিতে ভয়াবহ দূষণের বিষে দেশে সবথেকে বেশি দূষণ হয়েছে রাজধানীতে। দিল্লির একিউআই বেড়ে ১ হাজার ১২১। ৫ বছরে এবার দূষণ সবথেকে বেশি। শহরের ৩৮টি দূষণ মনিটরিং স্টেশনের মধ্যে ৩৬টিই রেড জোনে। দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদের হিসেবে ৪টি মনিটরিং স্টেশন 'সিভিয়ার' বা অতি খারাপ অবস্থায় রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিত সময়সীমা অগ্রাহ্য করে যথেচ্ছভাবে বাজি ফাটানোর কারণে দীপাবলির পরের দিন মঙ্গলবার দিল্লি বিষাক্ত ধোঁয়ার চাদরে ঢেকে যায়। এর ফলে দিল্লির বাতাসের গুণগত মান সূচক বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) 'বিপজ্জনক' শ্রেণিতে নেমে এসেছে। তথ্য অনুযায়ী, উৎসবের মরশুমে দূষণের মাত্রা আরও খারাপ হওয়ায় মঙ্গলবার সকাল ৭টায় গড় এ কিউ আই দাঁড়িয়েছিল ৪৫১, যা জাতীয় গড়ের প্রায় ১.৮ গুণ বেশি। দীপাবলির রাতেই বাতাসের গুণগত মান 'খুব খারাপ' শ্রেণিতে প্রবেশ করেছিল। দিল্লির পার্শ্ববর্তী শহর নয়ডা এবং গুরুগ্রামের পরিস্থিতিও এর থেকে ভাল ছিল না। মঙ্গলবার সকালে নয়ডাতে একিউআই ছিল ৪০৭ এবং গুরুগ্রামে ৪০২, দুটিই 'বিপজ্জনক' শ্রেণিতে পড়েছে। গত বছর দীপাবলির পর দিল্লির সামগ্রিক বাতাসের মান 'খুব খারাপ' শ্রেণিতে রেকর্ড করা হয়েছিল, যেখানে একিউআই ছিল ৩৫৯। এই বছর ওয়াজিরপুর (৪৩৫), দ্বারকা (৪২২), অশোক বিহার (৪৪৫) এবং আনন্দ বিহার (৪৪০)-এর মতো বেশ কয়েকটি মনিটরিং স্টেশন 'বিপজ্জনক' স্তরের একিউআই রেকর্ড করেছে। উল্লেখ্য, ০ থেকে ৫০ পর্যন্ত একিউআই-কে 'ভাল', ১০১ থেকে ২০০-কে 'মাঝারি', ৩০০ থেকে ৪০০-কে 'খুব খারাপ' এবং ৪০১ থেকে ৫০০-কে 'বিপজ্জনক' বলে গণ্য করা হয়। ২০২০ সাল থেকে প্রতি শীতে দূষণের বিরুদ্ধে লড়াই করা এই জাতীয় রাজধানীতে দীপাবলিতে বাজি পোড়ানোর উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। যদিও এই বছর সুপ্রিম কোর্ট ১৮ থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে 'গ্রিন ক্র্যাকার্স' বা পরিবেশবান্ধব বাজি ফাটানোর অনুমতি দিয়েছিল, তবে তা কেবল দুটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য— সকাল ৬টা থেকে ৭টা এবং রাত ৮টা থেকে ১০টা। কিন্তু সেই নির্দেশ কেউ মানেনি, কারণ নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে ও পরেও বাজি ফাটানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন যে বিশেষ করে প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে গেলে গ্রিন ক্র্যাকার্সও কম বিষাক্ত হয় না। পিটিআই-এর খবর অনুসারে, দীপাবলির রাতে দিল্লি ফায়ার সার্ভিস ২৬৯টি জরুরি কল পেয়েছিল, তবে কোনও বড় ধরনের দুর্ঘটনা, প্রাণহানি বা বড় আঘাতের খবর পাওয়া যায়নি।

ইতিমধ্যে, বাতাসের গুণগত মান খারাপ হতে শুরু করায় গত সপ্তাহেই কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান-এর স্টেজ ২ কার্যকর করেছে, যার মধ্যে ধুলো নিয়ন্ত্রণের তীব্রতা বৃদ্ধি, গণপরিবহণ পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং ডিজেল জেনারেটর সেটের উপর নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দিল্লি-এনসিআর-এর কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে রাস্তায় যান্ত্রিক সুইপিং এবং জল ছিটানোর কাজ শুরু করেছে। আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, শক্তিশালী বাতাসের অভাবে ধোঁয়াশা বা স্মগ পরিস্থিতি সম্ভবত বজায় থাকবে। মঙ্গলবার সকালে কয়েকটি এলাকায় আংশিক মেঘলা আকাশ দেখা যায়।

দেশের দুর্নীতি দমনকারী সংস্থাই বিতর্কের কেন্দ্রে

সাত বিএমডব্লিউ কিনতে লোকপালের খরচ ৫ কোটি!

নয়াদিল্লি : দুর্নীতির উপর নজরদারি করার জন্য গঠিত ভারতের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান লোকপাল সম্প্রতি যে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়েছে, তা জনগণের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। একইসঙ্গে, তৈরি হয়েছে বিতর্ক। গত ১৬ অক্টোবর একটি পাবলিক টেন্ডার আহ্বানের মাধ্যমে লোকপাল নিজেদের ব্যবহারের জন্য সাতটি বিএমডব্লিউ ৩৩০ লি (লং হুইল বেস) বিলাসবহুল সেডান অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই ব্যয়বহুল পদক্ষেপই সংস্থার নৈতিক ভূমিকা নিয়ে সংশয় বাড়াচ্ছে জনমানসে।

উল্লেখ্য, লোকপালের এই গাড়িগুলির প্রতিটির মূল্য ৬০ লক্ষ টাকারও অধিক এবং মোট সাতটি গাড়ির জন্য সরকারি কোষাগার থেকে ৫ কোটি টাকার বেশি খরচ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বর্তমানে লোকপালের প্যানেলে আছেন সাত সদস্য। যার মধ্যে একজন চেয়ারম্যান এবং বাকি ছ-জন সদস্য রয়েছেন। চেয়ারম্যান সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অজয় মানিকরাও খানউইলকর। যে সংস্থা সরকারি ব্যয়ের উপর নৈতিক নজরদারি করার দায়িত্বে রয়েছে, সেই সংস্থার নিজেদের ব্যবহারের জন্য এই ধরনের চরম বিলাসবহুল বাহন কেনার সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজন নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন সমালোচকরা। পালটা বক্তব্যে লোকপাল কর্মকর্তারা যুক্তি দিচ্ছেন যে, এই উচ্চমূল্যের পরিবহন ব্যবস্থা তাদের কার্যনির্বাহী ও প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াতে এবং দেশ জুড়ে সংবেদনশীল তদন্তকারী দলের গতিশীলতা নিশ্চিত করতে অপরিহার্য এবং এটি বিলাসিতা নয়। যদিও এই দাবি জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না। উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা হলেও এটি লোকপালের অভ্যন্তরীণ লজিস্টিকসকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পদের অগ্রাধিকার এবং সরকারি অর্থের ব্যয়ভার সম্পর্কে একটি গুরুতর নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ ৭ নভেম্বর ধার্য করা হয়েছে, এবং একবার গাড়ি সরবরাহ হলে বিএমডব্লিউ-র পক্ষ থেকে চালক ও কর্মীদের সাত দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশ্ন হল, এই উচ্চ মূল্যের বিলাসবহুল যানবাহনগুলি কি সত্যিই দুর্নীতি দমনের কঠোর দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, নাকি এটি ক্ষমতার প্রদর্শন? লোকপালের এই নতুন পদক্ষেপ নিশ্চিতভাবেই বিতর্কের জন্ম দিল বলা যায়।

দীপাবলির বোনাস অমিল, ক্ষোভে টোলপ্লাজায় কর্মবিরতি যোগীরাজ্যে

নয়াদিল্লি : দীপাবলির বোনাস না পেয়ে ক্ষোভে কর্মবিরতি টোলপ্লাজার কর্মীদের। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের ঘটনা।

সম্প্রতি বিপুল অর্থব্যয়ে জাঁকজমক করে উত্তরপ্রদেশে যোগী সরকার দীপ-উৎসব পালন করেছে। অথচ দীপাবলিতে সেই রাজ্যেই বোনাস থেকেই বঞ্চিত টোলপ্লাজার কর্মীরা। আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের ফতেহাবাদ টোলপ্লাজায় ক্ষুব্ধ কর্মীরা দীপাবলি বোনাস না পাওয়ায় কাজ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কেন বোনাস দেওয়া হবে না এই প্রশ্ন তোলেন সংশ্লিষ্ট টোলপ্লাজার কর্মীরা। প্রতিবাদে কর্মবিরতি জানিয়ে কর্মীরা খুলে দেন ফতেহাবাদের টোলপ্লাজার সব গেট। কর্মীদের এই প্রতিবাদের জেরে টোল ফাঁকি দিয়ে হাজার হাজার গাড়ি ওই টোল প্লাজা দিয়ে যাতায়াত করতে থাকে। কোম্পানির তরফে অন্য কর্মীদের এনে কাজ করানোর চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। প্রতিবাদরত কর্মীরা বাকিদেরও কাজ করতে দেননি। ফলে টোলপ্লাজায় সরকারের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি ও অচলাবস্থা তৈরি হয়।

দীর্ঘসময় টোলপ্লাজা খোলা থাকার খবর জানতে পেরে পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিকতায় ফেরে। শেষ পর্যন্ত কোম্পানি কর্মীদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। তাদের দাবি মেটানো হলে তবেই কর্মীরা পুনরায় কাজে ফেরেন।

একাধিক রাজ্যে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি : শেষ হয়েও যেন শেষ হচ্ছে না দুর্যোগের আশঙ্কা। ফের বৃষ্টির ভ্রুকুটি। দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতের একাধিক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল মৌসম ভবন। ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত এই দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। দেশের দক্ষিণের রাজ্যগুলি যেমন তামিলনাড়ু, কেরল, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানায় হালকা থেকে মাঝারি এবং কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেইসঙ্গে থাকবে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। লাক্ষাদ্বীপেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

মৌসম ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব আরবসাগরে একটি গভীর নিম্নচাপ অঞ্চল সৃষ্টি হওয়ায় আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেটা নিম্নচাপে পরিণত হয়ে পশ্চিম দিকে এগোবে। এর ফলে একাধিক রাজ্যে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে। দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের কিছু অংশে এর প্রভাব পড়বে। তামিলনাড়ু, কেরল এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বহু জেলায় বন্যার আগাম সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং কারাইকলে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলীয় এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে বেশি বৃষ্টি হতে পারে। চেন্নাই, কাড্ডালোর, নাগাপত্তিনম এবং তিরুভাল্লুরে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কেরল এবং মাহেতে ২২-২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ইদুকি, ওয়েনাড়, কোঝিকোড়, মলপ্পুরমে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত কর্নাটকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং রায়লসীমায় ২২-২৫ অক্টোবরের মধ্যে বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ২৩-২৫ অক্টোবর পর্যন্ত তেলঙ্গানায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ এবং ছত্তিশগড়ে বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরও একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরী হতে চলেছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেটা নিম্নচাপে পরিণত হবে। ওড়িশা এবং সংলগ্ন অঞ্চলে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ঝড় এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

দেশ বিদেশ

22 October, 2025 • Wednesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে তালিবানদের গুলিতে প্রাণ গেল পাকিস্তানের পাঁচ আধাসেনা জওয়ানের। সরকারি গ্যাস উত্তোলন সংস্থার কর্মীদের পাহারার দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা। তালিবান হামলায় আহত আরও কয়েকজন জওয়ান

বাবা ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক! মৃত্যুর আগে ভিডিওতে বিস্ফোরক অভিযোগ পুত্রের

খুনের মামলা দায়ের হল প্রাক্তন ডিজি ও প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে

চণ্ডীগড় : মৃত্যুর আগে বিস্ফোরক অভিযোগ। তা ঘুরিয়ে দিল তদন্তের মোড়! পুত্র-খুনের অভিযোগে তদন্তের মুখে পড়লেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেত্রী রাজিয়া সুলতানা এবং তাঁর স্বামী, রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি মহম্মদ মুস্তাফা। তাঁদের বিরুদ্ধে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে হরিয়ানা পুলিশ। পরিবারের ভিতরে ষড়যন্ত্র হতে পারে বলে অনুমান করছেন অনেকে। মৃত্যুর পর সামনে আসা একাধিক ভিডিয়ো এবং প্রতিবেশীদের অভিযোগকে কেন্দ্র করে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন।

গত বৃহস্পতিবার পঞ্চকুল্লার সেক্টর ৪-এর বাড়ি থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার হয় প্রাক্তন ডিজির ৩৩ বছর বয়সি পুত্র আকিল আখতারকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রথমে পরিবারের তরফে জানানো হয়, অতিরিক্ত ওষুধ খেয়ে আকিলের মৃত্যু হয়েছে। এমনকী প্রাথমিকভাবে পুলিশও তা মেনে নেয়। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই গোটা ঘটনার মোড় ঘোরায় একটি ভিডিও ক্লিপ।

আকিলের মৃত্যুর পর তাঁর ঘনিষ্ঠ এক প্রতিবেশী শামসুদ্দিন পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশের হাতে আসে একাধিক ভিডিও, যেগুলি আকিল নিজেই রেকর্ড করেছিলেন। ওই ভিডিওতে আকিল অভিযোগ করেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বাবার সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, আমার স্ত্রী আমাকে বিয়ে করেননি, আমার বাবাকে বিয়ে করেছে। তাঁর আরও দাবি, এই সম্পর্ক জানার পর থেকেই তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং আশঙ্কা করতে থাকেন, তাঁকে ষড়যন্ত্র করে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। ভিডিয়োয় আকিল বলেন, প্রতিদিন ভয় পেতাম, কখন কোন মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেবে। পরিবার চায় আমাকে পাগল প্রমাণ করতে। আগেও জোর করে রিহ্যাবে পাঠানো হয়েছিল। অথচ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়নি। যদি আমি মানসিক রোগীই হতাম, চিকিৎসা হয়নি কেন? শুধু স্ত্রী নয়, মা রাজিয়া সুলতানা এবং বোনের বিরুদ্ধেও আকিল অভিযোগ তোলেন। বলেন, তাঁকে আটকে রাখা হত, হুমকি দেওয়া হত। পুলিশ সূত্রে খবর, যে ভিডিওগুলি সামনে এসেছে, সেগুলিতে আকিল কখনও বলছেন, তিনি স্কিৎজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত, আবার কোথাও বলছেন, তাঁকে খুন করা হতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত হিসেবে রাজ়িয়া সুলতানা, মহম্মদ মুস্তাফা, তাঁদের কন্যা এবং আকিলের স্ত্রী— সকলের বিরুদ্ধেই খুনের মামলা রুজু হয়েছে। এই মুহূর্তে ভিডিওগুলির ফরেন্সিক যাচাই চলছে। পাশাপাশি, আকিলের মৃত্যুর দিন কে, কোথায় ছিলেন তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সৃষ্টি গুপ্ত জানিয়েছেন, প্রথমে কোনও অস্বাভাবিকতা না থাকলেও, অভিযোগ ও ভিডিওর ভিত্তিতে একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

ভিসা-নীতি নিয়ে কিছুটা নমনীয় ট্রাম্প প্রশাসন

ওয়াশিংটন : চাপের মুখে পিছু হঠল ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন ভূমিপুত্র মেধাবীদের সুযোগ দিতে বিদেশ থেকে প্রতিভার আমদানি বন্ধ করার লক্ষ্যে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিদেশি পড়ুয়াদের ভিসার উপর বড় অঙ্কের টাকা ধার্য করার ঘোষণা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে তাতে যে আদতে আমেরিকার সামগ্রিক মেধার উপর চাপ পড়বে তা আগেই নামী মার্কিন সংস্থাগুলি জানিয়েছিল। সেই সঙ্গে বিশ্বের একাধিক দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার দায়ও রয়েছে। তার জেরে শেষমেশ আগের এইচ ওয়ান -বি ভিসার নিয়ম নিয়ে আগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এল ট্রাম্প প্রশাসন। শেষ ঘোষণায় যেভাবে ছাড়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তাই বজায় থাকল।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণা অনুযায়ী, এইচ ওয়ান-বি ভিসারধারীদের কাজে নিয়োগে ১ লক্ষ মার্কিন ডলার জরিমানা চাপানো হয়। সেইসঙ্গে বলা হয়, এই জরিমানা বর্তমান ভিসাধারীদের ক্ষেত্রে লাগু হবে না। তাতে মার্কিন সংস্থাগুলি খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এই জরিমানার ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিভা দিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রেই সমস্যায় পড়বে মার্কিন সংস্থাগুলি, তখন তাও স্পষ্ট করে দিয়েছিল মার্কিন সংস্থাগুলি। যদিও মার্কিন রিপাবলিকানরা এই ভিসানীতিতে আপত্তি জানান। তাঁরা আরও শক্ত ভিসানীতির দাবি জানান। সেক্ষেত্রে কাজের ক্ষেত্রে এল ওয়ান কর্মী ভিসার ক্ষেত্রেও কড়াকড়ির দাবি জানানো হয়। পূর্বতন কংগ্রেসকে এই ছাড়ের জন্য দায়ী করা হয়। এইচ ওয়ান- বি এবং এল ওয়ান ভিসার নীতি বদলের দাবি তোলে রিপাবলিকানরা। কিন্তু রিপাবলিকানদের দাবি থেকে যে মার্কিন প্রশাসন সরে এসেছে, তা স্পষ্ট ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস-এর নতুন বিজ্ঞপ্তিতে। জানানো হল, বর্তমান এইচ ওয়ান-বি ভিসাধারীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। একমাত্র নতুন ভিসা যাদের হবে তাদের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ডলার জরিমানা। সেইসঙ্গে এফ ওয়ান স্টুডেন্ট ভিসা ও এল ওয়ান ওয়ার্কার ভিসার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। বর্তমানে ভারতের সঙ্গে মার্কিন সম্পর্ক শুল্কের কারণে ক্রমশ তলানিতে। তার উপর পাকিস্তান সংঘাত ও ভিসানীতির কারণে নতুন করে সম্পর্ক তলানিতে যেতে থাকে। এবার নতুন করে ভিসায় জরিমানা না চাপিয়ে সেই সম্পর্কে খানিক প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টায় ট্রাম্প প্রশাসন।

বিহারের ভোটময়দানে বিচিত্র জটিলতা!

সুদেষ্ণা ঘোষাল • নয়াদিল্লি

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের মুখে মহাগঠবন্ধনের জটিলতা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। এবার নির্বাচনী ময়দানে আরজেডি বনাম মহাগঠবন্ধনের শরিক দল ভিআইপি পার্টির লড়াইয়ে নতুন করে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে দ্বারভাঙ্গা আসনে। মুকেশ সাইনি মহাগঠবন্ধনের অন্যতম শরিক দল। আবার আরজেডি প্রধান তেজস্বী যাদব দ্বারভাঙ্গা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে জোটের স্বার্থে তাঁরই দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচার করবেন। এতে আরও জটিলতা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছে বিরোধীদের একাংশ।

এমনিতেই দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর বিহারের মহাগঠবন্ধনে আরজেডি, কংগ্রেস, বাম এবং অন্যান্য দলের আসন রফা হয়েছে। দফায় দফায় বৈঠকের পরেও শেষ অবধি আসন রফা নিয়ে দরকষাকষি হয়েছে। সেক্ষেত্রে দ্বারভাঙ্গা আসনে টানাপোড়েনের পর আরজেডি সংখ্যালঘু প্রার্থী আফজল আলি খানকে প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছে। বিপরীতে মহাগঠবন্ধনের ভিআইপি পার্টির প্রার্থী হয়েছেন সন্তোষ সাইনি। এতেই নতুন করে মহাগঠবন্ধনে জটিলতা শুরু। ফাঁপরে পড়েছে আরজেডি। তেজস্বীর দলের একাংশের দাবি, আফজলের বিরুদ্ধে দল প্রচার করলে ভাবমূর্তিতে প্রভাব পড়বে। তাই তড়িঘড়ি তার মনোনয়ন প্রত্যাহার করার আবেদন জানানো হয়। কিন্তু আরজেডি প্রার্থী জানান, মনোনয়ন প্রত্যাহার করবেন না। এতে সমস্যায় পড়েছেন লালুপুত্র তেজস্বী। কারণ এবার নিজের দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচার করতে হবে তাঁকে।

২০১০ ও ২০১৫ বিধানসভা নির্বাচনে জেডিইউ এই আসনে জয়লাভ করে। পরে জেতে আরজেডি। সেক্ষেত্রে আরজেডির জয়ী আসনে আদৌ কি সফল হবে ভিআইপি প্রার্থী সন্তোষ সাইনি? নাকি ভোট কাটাকাটির ফায়দা লুটবেন এনডিএ প্রার্থী? সেটাই দেখার।

৫ বছরের সাজা, জেলে ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট

নিকোলাস সারকোজি

প্যারিস : পপস্টার স্ত্রী কার্লা ব্রুনির হাত ধরে বেরিয়ে প্যারিসের জেলে গেলেন ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি। পাঁচ বছরের জেলের সাজা হয়েছে তাঁর। নির্বাচনী প্রচারের জন্য লিবিয়া থেকে বেআইনিভাবে তহবিল সংগ্রহে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম কোনও ফরাসি শীর্ষস্তরের রাজনৈতিক নেতা জেলে গেলেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনও দেশের প্রাক্তন প্রধান এর আগে জেলে যাননি। এদিক থেকে রেকর্ড গড়লেন ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট।

মঙ্গলবার দক্ষিণ প্যারিসের ল সাঁতে জেলে প্রবেশ করেন সারকোজি। আপাতত পাঁচ বছর ওটাই তাঁর ঠিকানা হবে। জেলে প্রবেশের সময়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের ছবি তুলতে বারণ করে দেন দক্ষিণপন্থী এই নেতা। জানিয়েছেন, তিনি নির্দোষ। বিচারের নামে বিরাট কেলেঙ্কারি হয়েছে। সারকোজির পুত্র এবার মেয়র নির্বাচনের প্রার্থী। বাবার উপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদে জনগণকে এগিয়ে আসার ডাক দিয়েছেন তিনি। এদিন জেলে যাওয়ার সময় সারকোজির স্ত্রী-সন্তানরা তাঁর পাশে ছিলেন। অনেক সাধারণ মানুষকে সারকোজির নামে স্লোগান দিতে দেখা যায়।

জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী

টোকিও : জাপানের ইতিহাসে প্রথমবার মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন সানায়ে তাকাইচি। লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা হিসেবে মঙ্গলবার পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জিতেছেন জাপানের ৬৪ বছর বয়সি এই নেত্রী। এদিন জাপানের নিম্নকক্ষে ভোটাভুটিতে সানায়ে তাকাইচি পেয়েছেন ২৩৭টি ভোট। অন্যদিকে জাপানের বৃহত্তম বিরোধী দল কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রধান ইয়োশিকোকো নোদা পান ১৪৯ ভোট। উচ্চকক্ষেও সানায়ের পক্ষেই যায় ১২৫টি ভোট। ফলাফল ঘোষণার পরেই সবাই অভিনন্দন জানিয়েছেন সানায়েকে। সমাজমাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও।

গত মাসেই জাপানের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন শিগেরু ইশিবা। গত দু'টি নির্বাচনে জিততে পারেননি তিনি। যা নিয়ে এলডিপি-র মধ্যেই ইশিবাকে নিয়ে অসন্তোষ জন্মাচ্ছিল। গত জুলাইয়ে জাপান পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে ইশিবাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এর মধ্যেই এলডিপি জানিয়ে দেয়, কট্টরপন্থী সানায়েকে দলের নয়া নেত্রী নির্বাচন করা হয়েছে। দায়িত্ব নেওয়ার পর সানায়ে জাপানে নারী উন্নয়নে কী ভূমিকা পালন করবেন তাই দেখার। কারণ পার্লামেন্টে যেসব নারী উন্নয়নমূলক বিল আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করেছিলেন সানায়ে। পিতৃতান্ত্রিক বলেও বিতর্ক আছে। সমকামী সম্পর্ক ও বিবাহেরও বিরোধিতা করেছেন তিনি।

ঋতু পরিবর্তনের সময় নিজেকে সুস্থ রাখতে শীতের সকালে রোজ দারুচিনি আর মধু দিয়ে চা খান। এই চা রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়। সেই সঙ্গে ওজন এবং কোলেস্টেরল দুই-ই কমায়

ঋতু বদলের অসুখে

ঝড়-বাদলের রেশ কাটিয়ে উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আসছে শীত। আর সেই সঙ্গেই ভাইরাসদের বাড়বাড়ন্ত। ঋতু পরিবর্তনের এই সময় জ্বর, সর্দি, কাশি সামাল দেবেন কীভাবে জানালেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জেরিয়াট্রি মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধান **ডাঃ অরুণাংশু তালুকদার**

ঝড়-বাদল পেরিয়ে আবার সোনা রোদের মুখ দেখল আকাশ বাতাস। উত্তুরে হাওয়া মন্দ-মন্দ বইতে শুরু করেছে। আবহাওয়া দফতরের বক্তব্য অনুযায়ী আর আপাতত কিছুদিন ঝড়, জল, বৃষ্টির আশঙ্কা নেই। কিন্তু আবার তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ। এখন নিম্নচাপের গতিপ্রকৃতি বোঝা দায়। ঋতু পরিবর্তনের ঘণ্টা বেজে গেছে আর শুরু হয়ে গেছে নানারকম অসুখবিসুখ। ঘরে ঘরে জ্বর-সর্দি-কাশি, গা-হাত-পা যন্ত্রণা, জ্বর না থাকলেও সারাক্ষণ একটা জ্বর-জ্বর ভাব, মাথা যেন ব্যথায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। কিছুতেই স্বস্তি নেই। এই সময় একবার ঠান্ডা লাগলেই বিপদ। সহজে ছাড়বে না, চলতেই থাকবে শীত জুড়ে। টানা বৃষ্টির পরেও এতটুকু কমেনি গরম অর্থাৎ বৃষ্টি, গরম, ঘাম একসঙ্গে। আবার গত কয়েকদিন ধরে ভোরের দিকে ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়া। আবহাওয়ার বদল ঘটছে, কুয়াশাও পড়ছে। তাপমাত্রার এই হেরফেরের প্রভাবে ঠিক এই সময় থেকে অ্যালার্জিক হাঁচি, সর্দি, কাশি, জ্বর-জ্বর ভাব, রানিং নোজ বা নাক দিয়ে জল পড়া, শ্বাসকষ্ট— এগুলো হতে দেখা যায়। একে চিকিৎসার পরিভাষায় অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলে। বিশেষ করে এই সময় বাতাসে যেহেতু ধূলিকণার পরিমাণ অনেক বেশি থাকে আর ভোরের দিকে বেলা পর্যন্ত যত বেশি কুয়াশা পড়তে শুরু করবে তত বেশি ধূলিকণা থাকবে নিচের দিকে এবং তার প্রভাবে হাঁচি, কাশি, গা-ব্যথা শুরু। কিন্তু আবার হয়তো দেখা যাবে তিন-চার দিন পরে কমেও গেছে। এই যে তাপমাত্রার রদবদল বৃষ্টি, ঠান্ডা, গরম এই সময় রেসপিরেটরি ভাইরাসগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, রেসপিরেটরি সিনিসিটিয়াল ভাইরাসগুলোর বংশবিস্তারের জন্য আদর্শ পরিবেশ। সেই জন্য এই ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু হবার সম্ভাবনা বেশি।

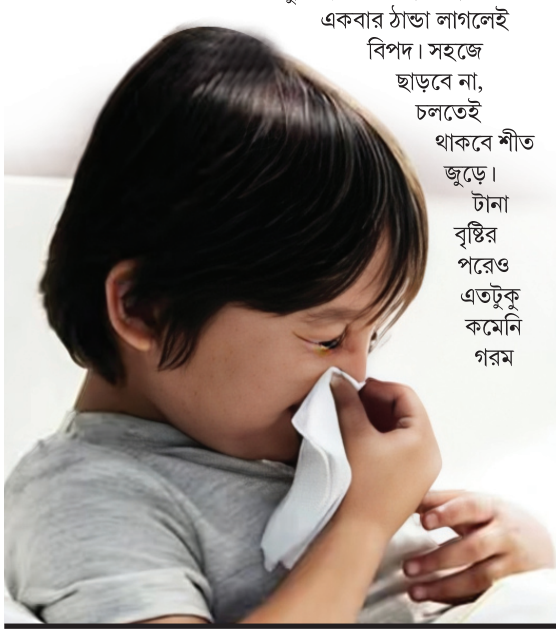

কী করে বুঝবেন

সমস্যা হল কী করে বুঝব অ্যালার্জি হয়েছে না কোনও ধরনের ভাইরাসঘটিত। যদি নাক দিয়ে জল পড়ে, হাঁচি, কাশি হয় কিন্তু দেখা গেল ২৪, ৩৬ বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই উপসর্গ কমে গেছে তাহলে বুঝতে হবে কোনও রকম আবহাওয়ার বদলের কারণে বা ধুলোবালি থেকে হয়েছে। কিন্তু যদি ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ভাইরাল ফিভারের জন্য হয় তাহলে এই উপসর্গের সঙ্গে গলায় ব্যথা হয়, কাশি, গা-হাত-পা যন্ত্রণা হয়, লুজ মোশন বা পেট খারাপ হতে পারে, গা গোলাতে পারে, কারও কারও মাথার যন্ত্রণা হয়। যদি দেখা যায় শ্বাসনালি ছাড়াও শরীরের অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও কিছু সমস্যা হচ্ছে তাহলে এটাকে ধরে নেওয়া হয় যে ভাইরাল ফিভার। ইনফ্লুয়েঞ্জা, রেসপিরেটরি সিনসিটিয়িল ভাইরাস, কোল্ড ফ্লু ভাইরাস-এর কারণেও হতে পারে।

হতে পারে ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়া

প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, হাড়ে হাড়ে ব্যথা হচ্ছে সেক্ষেত্রে ডেঙ্গিও কিন্তু হতে পারে। আবার যদি দেখা যায় হাঁচি, সর্দি নেই কিন্তু কাঁপুনি দিয়ে যদি জ্বর আসছে, মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা— তবে এই সময় ম্যালেরিয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়া কোনওটাই কিন্তু এখনও পুরোপুরি চলে যায়নি। ঋতু পরিবর্তনে এই সময় যদি দেখা যায় হাঁচি, সর্দি, কাশি একদিন বা দু'দিন আছে আর কোনও উপসর্গ নেই, মাথাব্যথা বা পেটের গন্ডগোল নেই তাহলে ক'দিন একটু বিশ্রাম নিতে হবে। জল বেশি করে খেয়ে যেতে হবে। সহজপাচ্য খাওয়াদাওয়া করতে হবে, হাঁচি-সর্দির জন্য অ্যান্টি হিস্টামিন জাতীয় ট্যাবলেট খেলেই এই উপসর্গ কমে যাবে। তবে জ্বর-জ্বর ভাবের সঙ্গে গা-হাত-পায়ে ব্যথা, মাথাব্যথা বা মাথাঘোরা তাহলে ধরে নিতে হবে ভাইরাল ফিভার। তাঁদেরও এই সময় বেশি করে জল খেতে হবে। রোগীর রক্তচাপ দেখে নিন। যদি প্রেশার লো থাকে তবে সঙ্গে সঙ্গে নুন-চিনির শরবত খাওয়াতে হবে। পুষ্টিকর খাবার একটু বেশি করে খেতে হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় জ্বরের সঙ্গে প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা বা জ্বরের সঙ্গে কাঁপুনি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে রক্তপরীক্ষা করে নেওয়া জরুরি। দেখতে হবে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া হচ্ছে কি না বা টাইফয়েডের কোনও উপসর্গ আছে কি না।

টাইফয়েডের ক্ষেত্রে উপসর্গে হাই ফিভার, খুব দুর্বলতা, পেটব্যথা, গায়ে লাল ফুসকুড়ি ইত্যাদি যুক্ত হতে পারে। উচ্চমাত্রার জ্বর ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রেও হতে পারে। দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যান তাঁরাই বলে দেবে কী কী পরীক্ষা করতে হবে।

এই সময় জ্বর এলেই ভয় পাবার কিছু নেই এক-দু'দিন বিশ্রামে থাকুন সেই সঙ্গে প্রচুর জল খান। ৪৮ ঘণ্টা নিজেকে অবজার্ভ করুন। এর পরেও যদি জ্বর তিন-চারদিনে না কমে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শীত আসছে

সামনেই শীত আসছে। যাঁদের হাঁপানি রয়েছে বা ব্রঙ্কাইটিস রয়েছে তাঁদের এই সময় একটু শ্বাসকষ্ট শুরু হতে পারে। এর কারণ শীতকালে বাতাসে ধুলোবালির পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এগুলো থেকেই মূলত শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। সেই কারণে আগেভাগে সাবধানতা অবলম্বন জরুরি। ঠান্ডা একেবারেই লাগাবেন না। এখন থেকেই মুখে মাস্ক পরুন। ঠান্ডা জল এবার এড়িয়ে যান। যাঁরা ধূমপান করেন তাঁরা বর্জন করুন বা কমিয়ে ফেলুন। এই সময় চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে বয়স্কদের ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন নিয়ে নিতে হবে। এর ফলেও অনেকটা সুরক্ষিত থাকা সম্ভব।

ছোটদের ঠান্ডা লাগলে

বাচ্চাদেরও এই সময় সমস্যা বাড়ে। শিশুদের শ্বাসনালি তুলনামূলক ভাবে বড়দের চেয়ে অনেক ছোট হয়। ফলে একটু সর্দি-কাশি হলেই বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। ঘড়ঘড় করতে থাকে। বুকে কফ বসে যায়। সেই কারণে ছোটদের খুব সাবধানে রাখুন। সর্দি-কাশি যেন না লেগে যায়। আর খুব বেশি ঘড়ঘড় করলে, শ্বাসকষ্ট শুরু হতে পারে— তাই চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। তবে খুব বেশি চাপাচুপি দিয়েও রাখবেন না। এতে সর্দিগর্মি হতে পারে।

১৪
২২ অক্টোবর
২০২৫
বুধবার

মাঠে ময়দানে

22 October, 2025 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নিয়ন্ত্রিত স্যুইং দিয়েই বিরাটের পরীক্ষা নেবেন স্টার্করা, দাবি ম্যাথু শর্টের

জুভেন্টাসের বিরুদ্ধে রিয়ালের কাঁটা ক্লান্তি

মাদ্রিদ, ২১ অক্টোবর : লা লিগায় গেটাফের বিরুদ্ধে জয়ের ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই ফের মাঠে নেমে পড়তে হচ্ছে কিলিয়ান এমবাপেদের। বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ জুভেন্টাস। ঘরের মাঠে ফেভারিট রিয়ালই। তবে টানা ম্যাচ খেলার ক্লান্তি চিন্তায় রাখছে রিয়াল কোচ জাবি আলোন্সোকে।

এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দুটো ম্যাচ খেলে দুটোই জিতেছে রিয়াল। ওই দু'টি ম্যাচে এমবাপে গোল করেছেন তিনটি। চলতি মরশুমে সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে ক্লাবের জার্সিতে ফরাসি তারকার মোট গোল সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১৩। ফলে জুভেন্টাসের বিরুদ্ধেও আলোন্সোর সেরা বাজি এমবাপে। এছাড়া দারুণ ফর্মে রয়েছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র, জুড বেলিংহ্যাম, আর্দা গুলেররা। তবে অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার ডেভিড আলবাকে এই ম্যাচে পাওয়া নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন রিয়াল কোচ। গেটাফে ম্যাচে পায়ের পেশিতে চোট পেয়েছিলেন আলবা। যদি তিনি খেলতে না পারেন, তাহলে প্রথম একাদশে ঢুকবেন রাউল আসেনসিও।

এদিকে, বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাঠে নামছে লিভারপুলও। অ্যাওয়ে ম্যাচে মহম্মদ সালাহদের প্রতিপক্ষ জার্মান ক্লাব আইনট্রাক্ট ফ্রাঙ্কফুর্ট। প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের শেষ দু'টি ম্যাচ হেরে রীতিমতো চাপে লিভারপুল। এই সুযোগটা নিতে মরিয়া ফ্রাঙ্কফুর্ট। অন্যদিকে, বায়ার্ন মিউনিখ ঘরের মাঠে মুখোমুখি হবে বেলিজিয়ামের ক্লাব ব্রুগের। হ্যারি কেনরা টানা দু'টি ম্যাচ জিতে আপাতত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শীর্ষে রয়েছেন। বায়ার্নের সামনে দারুণ সুযোগ এবার টানা তিন ম্যাচ জিতে হ্যাটট্রিকের। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্যান্য ম্যাচে টটেনহ্যাম হটস্পার খেলবে মোনাকোর বিরুদ্ধে। স্লাভিয়া প্রাহার মুখোমুখি হবে আটলান্টা। চেলসির প্রতিপক্ষ আয়াখস।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচের আগে এমবাপে।

শীর্ষেই স্মৃতি, তিনে দীপ্তি

হিলির চোট, নেই ইংল্যান্ড ম্যাচে

মুম্বই, ২১ অক্টোবর : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে অল্পের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেছেন স্মৃতি মান্ধানা। তিনি ৮৮ রান করেন। তাঁর আউট হয়ে যাওয়াটাই ছিল ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। ভারত ৪ রানে হেরে কিছুটা কঠিন জায়গায়। বৃহস্পতিবার নিউজিল্যান্ডকে হারাতে পারলে সেমিফাইনালের রাস্তা সহজ হতে পারে।

এই অবস্থায় আইসিসি মেয়েদের ওডিআই ব্যাটারদের যে র‍্যাঙ্কিং তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে ৮৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রয়েছেন স্মৃতি। বিশ্বকাপে টানা দুটি হাফ সেঞ্চুরি করে তিনি নিজের অবস্থান আরও শক্ত করেছেন। তিনি আইসিসির মাসের সেরা ক্রিকেটার হয়েছিলেন। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ইংল্যান্ডের ন্যাট শিভার-ব্রান্ট। তৃতীয় স্থানে আছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি। কিন্তু হিলিকে নিয়ে একটা উদ্বেগের বিষয় আছে। কাফ মাসলে চোটের জন্য তিনি বুধবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না। পরিস্থিতি দেখে হিলির দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে খেলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে দল। তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্ব দেবেন তাহিরা ম্যাকগ্রা।

আজ খেলবেন না হিলি।

এদিকে, নিউজিল্যান্ড ম্যাচ ভারতের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু তার আগে বিশ্বকাপে ৫ ম্যাচে ১৩ উইকেট নিয়ে বোলারদের তালিকায় তিনে উঠে এসেছেন দীপ্তি শর্মা। শীর্ষে আছেন ইংল্যান্ডের সোফি একলিস্টন। অস্ট্রেলিয়ার অ্যালানা কিং রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। অলরাউন্ডারদের তালিকায় এক নম্বরে আছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশ গার্ডনার।

লক্ষ্যর হার

প্যারিস : প্যারিস ওপেন সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের শুরুতেই বিদায় নিলেন লক্ষ্য সেন। মঙ্গলবার ছেলেদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে লক্ষ্য মুখোমুখি হয়েছিলেন আয়ারল্যান্ডের নাট নগুয়েনের। সদ্যসমাপ্ত ডেনমার্ক ওপেনে আইরিশ শাটলারকে হারিয়েছিলেন লক্ষ্য। কিন্তু এদিন কার্যত একপেশে ম্যাচে লক্ষ্যকে ২১-৭, ২১-১৬ গেমে হারিয়ে দেন নগুয়েন। আগামী কাল পুরুষদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে নামবেন ভারতীয় জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। সাত্ত্বিকদের প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়ার মুহাম্মদ রায়ান আরদিয়াস্তো ও রহমত হিদায়ত।

স্পিনেই ৫০

ঢাকা : একদিনের ম্যাচে পুরো পঞ্চাশ ওভারই বল করলেন একটি দলের স্পিনাররা! এই নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে। মঙ্গলবার মিরপুরের শের ই বাংলা স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২১৩ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। পাঁচ ক্যারিবিয়ান স্পিনার রোস্টন চেজ, আকিল হোসেন, খারি পিয়েরি, গুডাকেশ মোতি ও আলিক আথানজ পুরো পঞ্চাশ ওভারই বল করেন। যা একদিনের ক্রিকেটে নতুন রেকর্ড। এর আগে একদিনের ক্রিকেটে এক ইনিংসে সবথেকে বেশি স্পিনারদের দিয়ে বল করানোর (৪৪ ওভার) রেকর্ড ছিল শ্রীলঙ্কার। যা এদিন ভেঙে দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

দাবাড়ুর মৃত্যু

নিউ ইয়র্ক, ২১ অক্টোবর : মাত্র ২৯ বছর বয়সেই মারা গেলেন নামী মার্কিন দাবাড়ু ড্যানিয়েল নারোদিতস্কি। প্রাক্তন যুব বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মার্কিন গ্র্যান্ডমাস্টারের মৃত্যুর খবরে শোকস্তব্ধ দাবা বিশ্ব। শোকপ্রকাশ করেছেন বিশ্বনাথন আনন্দ, আর প্রজ্ঞানন্দরা। কয়েক সপ্তাহ পরেই ৩০তম জন্মদিন ছিল ড্যানিয়েলের। কিন্তু হঠাৎ করেই তাঁর পরিবারের তরফ থেকে মৃত্যুর খবর জানানো হয়। মাত্র ১৮ বছর বয়সে গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম পাওয়া ড্যানিয়েলের মৃত্যু নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। রুশ দাবাড়ু ভ্লাদিমির ক্রামানিক আবার দাবি করেছেন, অতিরিক্ত মাদক সেবনই ড্যানিয়েলের মৃত্যুর কারণ। এই মৃত্যুর তদন্তেরও দাবি তুলেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, চলতি বছরেই আমেরিকার জাতীয় ব্লিৎজ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন ড্যানিয়েল। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং ছিল ১৮।

নেতা শাহিন, নেতৃত্ব গেল রিজওয়ানের

লাহোর, ২১ অক্টোবর: পাকিস্তানের ওয়ান ডে দলের নতুন অধিনায়ক হলেন শাহিন আফ্রিদি। নেতৃত্ব হারালেন মহম্মদ রিজওয়ান। তাঁর বরখাস্ত হওয়ার কারণ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বেটিং সংস্থার সঙ্গে পিসিবি-র চুক্তি না মানায় নাকি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে রিজওয়ানকে। প্রাক্তন পাক তারকা রশিদ লতিফের আবার দাবি, ধর্মীয় কারণে সরানো হল রিজওয়ানকে। পিসিবি-র এক সূত্র ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, রিজওয়ান চায় না জাতীয় দলের জার্সিতে বেটিং সংস্থার লোগো থাকুক। ও কোনও বেটিং সংস্থার প্রচার করতে চায় না। পিসিবি-র এই চুক্তির বিরুদ্ধে রিজওয়ান। ও স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, পাকিস্তানের জার্সিতে যদি কোনও বেটিং সংস্থার নাম লেখা থাকে, সেটা ওর জার্সিতে রাখা যাবে না। তাই ওকে বলে দেওয়া হয়, নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রাক্তন পাক উইকেটকিপার লতিফ মনে করেন, ধর্মীয় কারণে বরখাস্ত করা হয়েছে রিজওয়ানকে। তিনি বলেছেন, শুধুমাত্র প্যালেস্টাইনের মানুষদের পাশে দাঁড়ানোয় রিজওয়ানের নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়া হল। কোচ মাইক হেসন ওয়ান ডে দলের অধিনায়ক বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তানের ড্রেসিংরুমে রিজওয়ান যে সংস্কৃতি আনতে চাইছিল সেটা কোচের পছন্দ হয়নি। ওরা পাকিস্তানের ড্রেসিংরুমের সংস্কৃতি বদলাতে চাইছে।

এদিকে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের দ্বিতীয় দিনে বল হাতে ম্যাজিক দেখালেন দক্ষিণ আফ্রিকার কেশব মহারাজ। গতকালের ৫ উইকেটে ২৫৯ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামা পাকিস্তান ৩৩৩ রানেই অল আউট হয়ে যায়। কেশব ১০২ রানে ৭ উইকেট নেন। সাউদ শাকিল (৬৬) ও সলমন আঘা (৪৫) আউট হতেই পাক ইনিংসে ধস নামে। স্বস্তিতে নেই দক্ষিণ আফ্রিকাও। দিনের শেষে ৪ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ১৮৫ রান তুলেছে তারা। ট্রিস্টান স্টাবস ৬৮ রানে নট আউট রয়েছে। ৫৫ করে আউট হন টনি ডি জর্জি। এখনও ১৪৮ রানে পিছিয়ে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

বড় জয়ে শীর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা

কলম্বো, ২১ অক্টোবর : মঙ্গলবার মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে ১৫০ রানে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেমিফাইনাল আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। এদিনের জয়ের পর, অস্ট্রেলিয়াকে টপকে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এল দক্ষিণ আফ্রিকা। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ওভার কমে হয়েছিল ৪০। প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেটে ৩১২ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। অধিনায়ক লরা উলভার্ট ৮২ বলে ৯০ করে আউট হন। মারিজেন কাপ ৬৮ রানে অপরাজিত থাকেন। ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে জেতার জন্য ৪০ ওভারে ৩০৬ রান তুলতে হত পাকিস্তানকে। কিন্তু পরে ফের বৃষ্টি নামায় ৩৭ ওভারে টার্গেট হয় ২৯৯ রান। কিন্তু পাকিস্তান ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ৩৪ রান তোলার পর ফের বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর ফের খেলা শুরু হলে, টার্গেট দাঁড়ায় ২০ ওভারে ২৩৪ রান। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ওভারে ৭ উইকেটে ৮৩ রানের বেশি তুলতে পারেনি পাকিস্তান।

অনূর্ধ্ব ১৬ পর্তুগাল দলে রোনাল্ডো-পুত্র

লিসবন, ২১ অক্টোবর : বাবার স্বপ্নপূরণের পথে একটা ধাপ এগোলেন ছেলে! ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো পুত্র রোনাল্ডো জুনিয়র জায়গা করে নিয়েছেন পর্তুগালের অনূর্ধ্ব ১৬ জাতীয় দলে। এর আগে চলতি বছরের মে মাসে পর্তুগালের অনূর্ধ্ব ১৫ দলে জায়গা করে নিয়েছিল ১৪ বছরের রোনাল্ডো জুনিয়র। এবার আরও একটা ধাপ এগিয়ে গেল।

তুরস্কে আয়োজিত ফেডারেশন কাপের জন্য ঘোষিত ২২ জনের দলে রোনাল্ডোর ছেলেকে রেখেছেন অনূর্ধ্ব ১৬ পর্তুগাল দলের কোচ ফিলিপে র‍্যামোস। আগামী ৩০ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই টুর্নামেন্ট। এর আগে অনূর্ধ্ব ১৫ পর্তুগাল দলের হয়ে একটি ডেভেলপমেন্ট টুর্নামেন্টের ফাইনালে জোড়া গোল করেছিল রোনাল্ডো জুনিয়র। সেই পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই এবার অনূর্ধ্ব ১৬ দলে জায়গা করে নিল।

চলতি বছরের শুরুতে এক সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডো কিছুটা রসিকতার ছলেই জানিয়েছিলেন, তাঁর স্বপ্ন জাতীয় দলের জার্সিতে ছেলের সঙ্গে খেলা। চল্লিশে পা দেওয়া রোনাল্ডোর এই স্বপ্ন সম্ভবত স্বপ্নই থেকে যাবে। তবে রোনাল্ডো জুনিয়র যে ভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সিনিয়র দলে ঢোকারও দাবিদার হয়ে উঠতে পারে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

22 October, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২২ অক্টোবর ২০২৫
বুধবার

ফ্র্যাঞ্চাইজি বদলের জল্পনা উসকে আরসিবির ট্রেনিং স্টাফের সঙ্গে প্রস্তুতি সঞ্জু স্যামসনের

মহাতারকার না আসা নিয়ে আল নাসের কোচ

সৌদির বাইরে রোনাল্ডো খেলবে না

আজ গোয়ার মাঠে ফেলিক্স, মানে, কোমান

মারগাঁও, ২১ অক্টোবর : বুধবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচে এফসি গোয়ার সামনে আল নাসের। খেলা শুরু সন্ধে সাতটায়। সবাই আশায় ছিলেন সৌদি ক্লাবের হয়ে এই ম্যাচটা খেলবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পর্তুগিজ মহাতারকাকে ছাড়াই গোয়াতে এসেছে আল নাসের। কেন রোনাল্ডোকে ছাড়াই খেলতে এসেছেন, মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আল নাসেরের কোচ জর্জে জেসুস।

তিনি বলেছেন, গোটা বিশ্বে রোনাল্ডোর অসংখ্য ভক্ত রয়েছে। আমি জানি, ভারতেও ওর প্রচুর ভক্ত আছে। সবাই ওকে এই ম্যাচটা খেলতে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, সৌদি আরবের বাইরে ম্যাচ থাকলে ওকে বিশ্রাম দেওয়া হবে। সেটাই করা হয়েছে।

আগামী শনিবার সৌদি প্রো লিগে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে আল নাসেরের। জেসুস সেই প্রসঙ্গ টেনে আরও বলেছেন, এই ম্যাচটা খেলার পরেই শনিবার ফের মাঠে নামতে হবে। তাই রোনাল্ডোকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। যাতে ও পরের ম্যাচের জন্য পুরোপুরি তৈরি থাকতে পারে। তবে রোনাল্ডো না এলেও, আমাদের দলে আরও অনেক তারকা রয়েছে। ওদের খেলা আশাকরি সবাই উপভোগ করবে। প্রসঙ্গত, সাদিও মানে, জোয়াও ফেলিক্স, কিংসলে কোমান, ইনিগো মার্টিনেজের মতো নামী তারকারা রয়েছেন সৌদি ক্লাবে।

এদিকে, আল নাসের যেখানে টানা দু'ম্যাচ জিতে গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে। সেখানে এফসি গোয়া নিজেদের দুটো ম্যাচই হেরেছে। গোয়ার কোচ মানোলো মার্কুয়েজ এদিন বলেন, প্লে-অফে আমরা একটা ভাল দলকে হারিয়েছি। ওই দলে ওমান জাতীয় দলের ৮-৯ জন ফুটবলার ছিল। আল নাসের আরও শক্তিশালী দল। ওদের বিরুদ্ধে খেলা খুব কঠিন চ্যালেঞ্জ। ওরা প্রতি সপ্তাহেই ম্যাচ খেলে। এমনকী, ফিফা উইন্ডোতেও ওদের ফুটবলাররা খেলে। কিন্তু আমরা গত তিন মাসে মাত্র তিনটে ম্যাচ খেলেছি। এটাই বাস্তব চিত্র।

এফসি গোয়া ম্যাচের আগে আল নাসের কোচ জেসুস। মঙ্গলবার।

অভিমন্যু-আকাশ ‘এ’ দলে, নেই শামি

মুম্বই, ২১ অক্টোবর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ঋষভ পন্থের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা জোরালো হল। ওই টেস্ট সিরিজের আগে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে দু'টি চারদিনের ম্যাচ খেলবে ভারত ‘এ’। আর এই দু'টি ম্যাচেই নেতৃত্ব দেবেন পন্থ।

দ্বিতীয় ম্যাচের দলে রয়েছেন বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ এবং আকাশ দীপ। ফলে গুজরাটের বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচ খেলতে কোনও সমস্যা হবে না বাংলার দুই ক্রিকেটারের। প্রসঙ্গত, শনিবার থেকে ইডেনে শুরু হবে এই ম্যাচ। তবে ব্রাত্যই থেকে গিয়েছেন মহম্মদ শামি। উপেক্ষিত রইলেন সরফরাজ খানও। ঘরোয়া ক্রিকেটে ঝুড়ি ঝুড়ি রান করার পরেও মুম্বইয়ের ডানহাতি ব্যাটারের ‘এ’ দলে জায়গা না পাওয়া বিস্ময়কর। প্রসঙ্গত, আগামী ১৪ নভেম্বর ইডেনে শুরু হবে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট গুয়াহাটিতে। যা শুরু হবে ২২ নভেম্বর। অন্যদিকে, পন্থদের প্রথম ম্যাচ শুরু ৩০ অক্টোবর। দ্বিতীয় ম্যাচ ৬ নভেম্বর। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত সিরিজের চতুর্থ টেস্টে পায়ে চোট পাওয়ার পর থেকেই ২২ গজের বাইরে রয়েছেন পন্থ। তবে ফিট হয়েই ‘এ’ দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব পেলেন। সহ-অধিনায়ক সাই সুদর্শন। বাংলার দুই ক্রিকেটার অভিমন্যু ও আকাশ দ্বিতীয় ম্যাচে খেলবেন। একই ভাবে কে এল রাহুল, ধ্রুব জুরেল, প্রসিধ কৃষ্ণ, মহম্মদ সিরাজও দ্বিতীয় ম্যাচে খেলবেন। প্রথম ম্যাচের দলে রাখা হয়েছে মানব সুতার, অংশুল কম্বোজদের।

এদিকে, বাংলার হয়ে রঞ্জিতে সাত উইকেট নেওয়ার পরেও নির্বাচকদের ভাবনায় নেই শামি! ‘এ’ দলে তাঁর সুযোগ না পাওয়ার অর্থ কোনও বড় অঘটন না ঘটলে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেও ব্রাত্য থাকবেন শামি।

নেতা পন্থ

গোয়ায় মাঠ সমস্যায় ইস্টবেঙ্গল

সন্দীপ কেন আগে সব বলেনি, প্রশ্ন লগ্নিকারীর

প্রতিবেদন: ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জন্য তিনি প্রাণপাত করেছেন। আশিয়ানজয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সন্দীপ নন্দী। জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক লাল-হলুদ জার্সি গায়ে বহু যুদ্ধের সৈনিক। তবু কোচ অস্কার ব্রুজোর সঙ্গে মনোমালিন্যে পদত্যাগের জেরে সন্দীপকেই ট্রোল করছে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের একাংশ। যা কষ্ট দিচ্ছে প্রাক্তন গোলকিপারকে। শিল্ড ফাইনালে প্রভসুখন সিং গিলকে তুলে দেবজিৎ মজুমদারকে টাইব্রেকারের সময় নামানোর পরামর্শ অস্কারকে দিয়েছিলেন সন্দীপ। দেবজিৎ জেতাতে না পারায় ক্লাবের রিক্রুট বাঙালি গোলকিপার কোচ চক্ষুশূল অস্কারের। ক্লাব বনাম লগ্নিকারী দ্বন্দ্বও প্রকাশ্যে।

সমাজমাধ্যমে সন্দীপের বিরুদ্ধে গিলের একটি ‘ভুয়ো’ বিবৃতি ছড়িয়ে দিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। সন্দীপের

তোপ, আমার বিরুদ্ধে একটা রাজনীতি চলছে। গিলের ‘ভুয়ো’ বিবৃতি ছড়িয়ে দেওয়াটা তার প্রমাণ। আমি শেষ দেখে ছাড়ব। ভেবেছিলাম সুপার কাপের আগে দলের কথা ভেবে এখন আর কিছু বলব না। কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি সাংবাদিক সম্মেলন করে সব কিছু সামনে আনব। অস্কার কীভাবে একজন বাঙালি তথা ভারতীয় কোচকে দিনের পর দিন অপমান করেছে, দলের মধ্যে দমবন্ধ পরিবেশ তৈরি করেছে, সব প্রকাশ্যে আনব। ক্রীড়ামন্ত্রী, এআইএফএফ, আইএফএ এবং এফপিএ-কে চিঠি দিয়ে জানাব। দলের গোলকিপিং কোচকে ক্লিনচিট দিচ্ছেন না ইস্টবেঙ্গলের লগ্নিকারী ইমামি কর্তা আদিত্য আগরওয়াল। তাঁর প্রশ্ন, কোচের সঙ্গে যদি গত তিন মাস ধরে সন্দীপের সমস্যা চলে, তাহলে আগে কেন জানায়নি? আমরা অর্থ বিনিয়োগ করে ভাল দল গড়ার চেষ্টা করি। দলে রাজনীতির কোনও জায়গা নেই। কোচ, ফুটবলারদের পাশে রয়েছি। সবাই পেশাদার। আশা করি, সুপার কাপে এর কোনও প্রভাব পড়বে না। ঝড়ের মধ্যেই মঙ্গলবার থেকে গোয়ায় শুরু ইস্টবেঙ্গলের সুপার কাপের প্রস্তুতি। প্রথম দিনেই মাঠ সমস্যা। সন্ধ্যার পর নর্থ গোয়ার নাগোয়া গ্রাউন্ডে নামে অস্কারের দল। আলো কম থাকায় প্রায় অন্ধকারে অনুশীলন করলেন মিগুয়েলরা।

২২ লক্ষ মেয়েদের

নয়াদিল্লি: প্রথমবার মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৭ এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারত। ঐতিহাসিক এই সাফল্যের জন্য ভারতীয় যুব দলের জন্য ২৫০০০ মার্কিন ডলার আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে এআইএফএফ। ভারতীয় মুদ্রায় যার মূল্য ২২ লক্ষ টাকা। ২১ বছর আগে ২০০৫ সালে ভারত শেষ বার অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা এশিয়ান কাপে খেলেছিল। কিন্তু তখন কোনও যোগ্যতা অর্জন পর্ব ছিল না। এবারই প্রথম বাছাইপর্বের বাধা পেরিয়ে এশিয়ান কাপে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে ভারতের মেয়েরা।

ভারতের হার

প্রতিবেদন : প্রস্তুতি ম্যাচে ইরানের কাছে ০-২ গোলে হেরে গেল ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। মঙ্গলবার শিলংয়ে আয়োজিত ম্যাচে প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। কিন্তু বিরতির পর ৬৪ ও ৭৪ মিনিটে জোড়া গোল করে ইরানের জয় নিশ্চিত করেন সারা দিদার। ২৭ অক্টোবর দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ নেপাল।

রবসনের মাথায় সুপার কাপ ডার্বি

প্রতিবেদন: এক ডার্বি জয়ের দু'সপ্তাহের মধ্যে আরও এক ডার্বি খেলতে হবে। ইস্টবেঙ্গল মঙ্গলবারই সুপার কাপের ভেনুতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিকে, আইএফএ শিল্ড জয়ের পর দু'দিন ছুটি কাটিয়ে এদিনই যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করে মোহনবাগান। বুধবার কলকাতায় অনুশীলন করে পরের বৃহস্পতিবার দুপুরে সুপার কাপে খেলতে গোয়া রওনা হবে জোসে মোলিনার দল। মোলিনার দলের ব্রাজিলীয় তারকা রবসন রোবিনহো প্রস্তুতি শেষে জানিয়ে দিলেন, সুপার কাপে আরও একটি ডার্বির জন্য তিনি তৈরি।

অনুশীলনে রবসন।

আগামী ৩১ অক্টোবর ফাতোরদা স্টেডিয়ামে দুই প্রধান ফের মুখোমুখি হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় একই গ্রুপে রয়েছে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। ডার্বিই ঠিক করে দিতে পারে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোন দল সরাসরি নক আউটে খেলার ছাড়পত্র পাবে। রবসন বললেন, শিল্ডের আগে একশো শতাংশ ফিট ছিলাম না। কিন্তু পরপর তিনটি ম্যাচ খেলে আমি ফিটনেসের দিক থেকে ভাল জায়গায়। অনুশীলনে লড়াই করছি দলে জায়গা পাওয়ার জন্য এবং দলকে সাহায্য করার জন্য। সেটা গোল করেই হোক বা অ্যাসিস্ট করে। চেষ্টা করব গ্রুপ পর্ব থেকে নক আউটে যাওয়ার। সতীর্থরা সাহায্য করছে। আমিও বেশ স্বচ্ছন্দ। ডার্বিতে চোখ রবসনের। তিনি বলেন, খুব কঠিন ম্যাচ। কিন্তু আমাদের ভাল সুযোগ। আমাদের ভাল খেলোয়াড় এবং কোচ রয়েছে। ক্লাব আমাদের পাশে রয়েছে। সব ম্যাচই জিততে চাই। ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কারের অধীনে বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসে চার মরশুম খেলেছেন রবসন। শিল্ড ফাইনালের আগে ও পরে ব্রাজিলীয়কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অস্কার।

মাঠে ময়দানে
22 October, 2025 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঝরাতে অ্যাডিলেডে নেমে শুভমনরা দেখলেন তাঁদের জন্য দিওয়ালির অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে

নেটে বাড়তি সময় বিরাট-রোহিতের

অ্যাডিলেডেও বৃষ্টি, হিট ল্যাম্প দিয়ে পিচ শুকোনোর চেষ্টা

অ্যাডিলেড, ২১ অক্টোবর : পারথের ব্যর্থতা অস্ট্রেলিয়ায় বিরাট-রোহিতের জনপ্রিয়তায় বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলেনি। তার প্রমাণ ভারতীয় দল যখন গভীর রাতে এই শহরে পা ফেলেছে তখনও বিমানবন্দরের বাইরে অপেক্ষমাণ জনতা। ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে তারা বিরাট-রোহিতের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছিলেন। সেটা দেখে কে বলবে যে পারথে প্রথম ম্যাচে দুই মহাতারকা সবমিলিয়ে ২২ বল খেলেছেন!

কিন্তু বিরাট-রোহিত যে রান পেতে মরিয়া সেটা বোঝা গেল মঙ্গলবার তাঁদের প্র্যাকটিসে। বিরাট আউটডোর নেটে ৪৫ মিনিট টানা ব্যাট করেছেন। রোহিত করেছেন আরও বেশি, প্রায় এক ঘণ্টা। এমনিতে বিরাট আর রোহিত নেটে বেশি সময় কাটানোই পছন্দ করেন। কিন্তু অ্যাডিলেড ওভালে তাঁদের তাগিদ দেখে মনে হচ্ছে কালকের ম্যাচেই রান করতে চান। সিরিজে ০-১ পিছিয়ে থাকা ভারতকে বৃহস্পতিবার জিততেই হবে। না হলে তৃতীয় ম্যাচের আগেই সিরিজ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

এদিকে, পারথে প্রথম ম্যাচে বৃষ্টি ভুগিয়েছে দুটি দলকেই। কিন্তু এই বৃষ্টি পিছন ছাড়েনি অ্যাডিলেডেও। এক সপ্তাহ ধরে ড্যাম্প ওয়েদার চলছে এখানে। বৃষ্টি হয়েছে। সূর্যের দেখা বিসেষ মেলেনি গত কয়েকদিনে। তাই উইকেটের ভেজা ভাব কাটাতে মাঠ কর্মীরা হিট ল্যাম্প ব্যাবহার করছেন। যাতে উইকেটের নিচে থাকা জল শুকিয়ে ফেলা যায়। এটা আবার সেন্টার উইকেটের উপরেই বেশি হচ্ছে। যার অর্থ, এই উইকেটেই বৃহস্পতিবার খেলা হবে।

আগের ম্যাচে গতি-বাউন্স ভুগিয়েছে ভারতীয় দলকে। তারা ২৬ ওভারে ১৩৬ রানের বেশি তুলতে পারেনি। কিন্তু অ্যাডিলেডে ব্যাটারদের কিছুটা সুরাহা মিলতে পারে। এখানকার উইকেট ফ্ল্যাট হবে বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সোম ও মঙ্গলবার বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল বলে উইকেট বেশিরভাগ সময় ঢাকা রাকা হয়েছে। তাই বোঝা যাচ্ছে না খেলার সময় অ্যাডিলেডের ২২ গজ কেমন আচরণ করবে। তবে স্বস্তি এটাই যে বৃহস্পতিবার, ম্যাচের দিন বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই।

তবু এমন ড্যাম্প উইকেটে স্টার্ক, হ্যাজলউড, এলিস চাপে ফেতে পারেন। বল অনেক মুভ করতে পারে। বিরাট ও রোহিত তাই মেঘলা আকাশের নিচে আউটডোরে ব্যাটিং করলেন। তবে ঢাকা সরিয়ে দিলে সরিয়ে দিলে উইকেট শুকোবে ও সহজ হয়ে আসবে। তাতে পরের দিকে টার্ন মিলতে পারে। কুলদীপ যাদবকে খেলানোর কথা হচ্ছে। শ্রীকান্তের মতো প্রাক্তনরা দাবি করেছেন ভারতের তিন স্পিনার নিয়েই খেলা উচিত। এদিন শুভমন গিলকে অনেকক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাকের সঙ্গে। শ্রেয়স আইয়ার আবার প্রচুর সর্ট বল খেললেন পারথ ম্যাচের কথা মাথায় রেখে। গোটা প্রক্রিয়াটা নজরে রাখেন গম্ভীর।

অডিলেড ওভালে মঙ্গলবার ভারতীয় নেটে দুই মহাতারকা বিরাট ও রোহিত।

পারথের মতো অ্যাডিলেডেও বিরাট-রোহিতকে নিয়ে উন্মাদনা রয়েছে প্রবাসীদের মধ্যে। অস্ট্রেলিয়ায় মেলবোর্ন ও অ্যাডিলেডে সবথেকে বেশি ভারতীয়ের বাস। এরা সবাই ভারতের জয় দেখতে চান। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার পেস ব্যাটারি কামিন্সকে ছাড়াই যেভাবে প্রথম ম্যাচে বল করেছে তাতে সিরিজ খোয়ানোর আশঙ্কাও রয়েছে। ২০১৯-এ বিরাটের নেতৃত্বে ভারত এখান থেকে সিরিজ জিতে ফিরেছিল। কিন্তু তারপর অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ জিতলেও একদিনের সিরিজ আর জেতেনি ভারত। এবার সেটাই চ্যালেঞ্জ শুভমনদের।

চ্যাম্পিয়নদের দ্রুত মুছে ফেলা যায় না : পন্টিং

অ্যাডিলেড, ২১ অক্টোবর : পারথে দু'জনেই ব্যর্থ হয়েছেন। যদিও বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার উপরেই বাজি ধরছেন রিকি পন্টিং। প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় অধিনায়কের দৃঢ় বিশ্বাস, অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচেই দু'জনে রানে ফিরবেন। পন্টিংয়ের বক্তব্য, খুব দ্রুতই বিরাট ও রোহিত রানে ফিরছে। এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। অ্যাডিলেডেই ওদের ব্যাটে রান দেখতে পাবেন। কারণ রানে

আমি সব সময়ই বিশ্বাস করে এসেছি, চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটারদের এত সহজে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। আর বিরাট ও রোহিত দু'জনেই চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার। সাদা বলে সর্বকালের সেরাদের অন্যতম। বিরাট তো পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে আমার দেখা সর্বকালের সেরা ব্যাটার। ওদের এত তাড়াতাড়ি বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া ভুল হবে।

ফেরার জন্য অ্যাডিলেড ওভালের থেকে ভাল উইকেট আর ওরা এই সিরিজে পাবে না। পন্টিংয়ের সংযোজন, অ্যাডিলেডের পিচ বরাবরাই ব্যাটিংয়ের জন্য সহায়ক। তবে ওদের কাজটা খুব সহজ হবে না। কারণ এই মুহূর্তে সাদা বলের ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার বোলিং আক্রমণ বিশ্বের অন্যতম সেরা। রো-কো'র প্রশংসা করে পন্টিং আরও বলেছেন, ২০২৭ বিশ্বকাপে রোহিত ও বিরাটের খেলার সম্ভাবনা নিয়ে পন্টিংয়ের বক্তব্য, এই সিরিজে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। ওরা যদি দলের জয়ে নিজেদের অবদান রাখে এবং রান করে, তাহলে ২০২৭ বিশ্বকাপে আমি ওদের দু'জনকেই দেখছি। আমি আশাবাদী।

ট্রফি পাঠান, নকভিকে চিঠি

মুম্বই, ২১ অক্টোবর : এশিয়া কাপ শেষ হওয়ার পর প্রায় এক মাস হতে চলল, বিতর্ক এখনও থামছে না। ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেও ট্রফি এখনও হাতে পায়নি ভারত। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান তথা পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভিকে কড়া ই-মেল পাঠিয়ে বিসিসিআই হুঁশিয়ারি দিয়েছে, ট্রফি মুম্বইয়ে ভারতীয় বোর্ডের কার্যালয়ে পাঠাতে হবে। জবাব না এলে আইসিসি-র দ্বারস্থ হবে তারা। নভেম্বরে আইসিসি-র বৈঠকে বিষয়টি তুলে ধরবে ভারতীয় বোর্ড।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া জানিয়েছেন, এসিসি প্রধান নকভিকে তাঁরা চিঠি দিয়েছেন। মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দফতরে ট্রফি পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে। বোর্ড সচিব জানিয়েছেন, তাঁরা ধাপে ধাপে এগোতে চাইছেন। বোর্ড আপাতত নকভির উত্তরের অপেক্ষায় কোনও জবাব না এলে আইসিসি-কে মেল করে হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ করা হবে।

দুবাইয়ে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের কার্যালয়ে রয়েছে ট্রফি। এসিসি প্রধান নকভির হাত থেকে সূর্যকুমার যাদবরা ট্রফি নিতে অস্বীকার করায় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। বিতর্ক আরও বাড়ে নকভি নিজের হেফাজতে ট্রফি রেখে দেওয়ায়। পরে পিসিবি চেয়ারম্যানের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, এসিসি কার্যালয়ে ট্রফি থাকবে। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ তা সরাতে পারবে না। ট্রফি নিতে হলে দুবাইয়ে আসতে হবে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমারকে। এখন দেখার ভারতীয় বোর্ডের কড়া চিঠির কী জবাব দেন নকভি!

বিশ্বকাপে জাদেজা খেলবে, দাবি শাস্ত্রীর

দুবাই, ২১ অক্টোবর: বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই অস্ট্রেলিয়া সিরিজে অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজার না থাকা নিয়ে চর্চা চলছে। তবে ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেড কোচ রবি শাস্ত্রী মনে করছেন, একদিনের দলেও জাদেজার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরের বিশ্বকাপে নিশ্চয় থাকবেন।

সাত মাস আগে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তারকা বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার। শেষ ওয়ান ডে'তে অর্থাৎ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালেও বল হাতে পাঁচ উইকেট এবং ব্যাটে ২৭ রান করেছেন জাড্ডু। আইসিসি রিভিউয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, ২০২৭ বিশ্বকাপ নিয়ে সবাই কথা বলছে। রবীন্দ্র জাদেজাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। অবশ্যই পরের বিশ্বকাপ দলে থাকবে। শেষ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কেউ ভুলে যায়নি। ৩৬ বছরের জাড্ডু এখনও কম বয়সি তরুণের মতো ক্ষিপ্রতা নিয়ে ফিল্ডিং করে। মাঠে ওকে বল তাড়া করতে দেখাটা সৌভাগ্যের। বুঝতে পারছি, অস্ট্রেলিয়ায় জাদেজাকে কেন নিয়ে যাওয়া হয়নি। কারণ, অস্ট্রেলিয়ায় মাত্র ৩টি ম্যাচ রয়েছে। অক্ষরকে কঠিন সিরিজে দেখে নেওয়ার সুযোগটা ছাড়তে চায়নি নির্বাচকরা। বিশ্বকাপ হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে আমাদের বিভিন্ন ভেনুতে বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। ফলে জাদেজা এবং অক্ষর দু'জনেই প্রয়োজনে খেলতে পারে।

জাদেজায় মুগ্ধ অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিংও। তিনি বলেছেন, জাদেজাকে দেখে মনে হয় না, ওর বয়স বাড়ছে। ফিটনেস নিয়ে এতটাই সচেতন। ব্যাটে, বলে, ফিল্ডিংয়ে যে কোনও দলের সম্পদ। আধুনিক যুগের বেঞ্জামিন বাটন।